CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-79 ■ 19 December, 2025 ■ আগরতলা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৩পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় পাশ ভিবি-জি রাম জি বিল

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর।। তীব্র হট্টগোল ও বিরোধীদের প্রতিবাদের মধ্যেই বৃহস্পতিবার লোকসভায় পাশ হয়ে গেল 'বিকসিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা ভিবি-জি র‍্যাম জি বিল, ২০২৫। বিরোধী সাংসদদের অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর নামকে অবমাননা করা হয়েছে এবং এমজিএনরেগা আইনের মূল চরিত্রকে দুর্বল করা হয়েছে।

বিল নিয়ে আক্রমণের মুখে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেন। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "শুরুতে এই প্রকল্পের নাম ছিল এনরেগা।

তখন মহাত্মা গান্ধীর নাম ছিল না। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোটের স্বার্থেই কংগ্রেস গান্ধীজির নাম জুড়ে দেয়।" চৌহানের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই এমজিএনরেগা প্রকল্প সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সমালোচনার জবাবে, যেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে মোদী সরকার ইচ্ছেমতো প্রকল্পের নাম বদলায়, চৌহান পাল্টা বলেন, জওহরলাল নেহরু ও মহাত্মা গান্ধীর নামে একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু রয়েছে। বিল পাশের সময় সংসদে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বিরোধী সাংসদরা কাগজ ছিঁড়ে স্লোগান তুলতে থাকেন এবং অধিবেশন ব্যাহত করেন। তার আগে সংসদ ভবন চত্বরে মিছিল করে বিল প্রত্যাহারের দাবিও জানান তাঁরা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই আইনকে "মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অপমান" এবং গ্রামীণ ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের চালিকাশক্তি কাজের অধিকারের উপর আঘাত বলে অভিহিত করেন। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীও মকর দ্বারে সাংসদদের সঙ্গে বিক্ষোভে অংশ নেন।

ভিবি-জি র‍্যাম জি বিল অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা যদি অদক্ষ শ্রমে কাজ করতে আগ্রহী হন, তবে সেই পরিবারকে বছরে ১২৫ দিনের মজুরি-ভিত্তিক কাজের আইনি নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

আইন কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারগুলিকে নিজেদের প্রকল্প এই নতুন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে।

এই বিল ঘিরে সংসদে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে এবং আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ওমানের মাস্কাটে ভারত-ওমান বাণিজ্য সম্মেলনে ভাষণ দেন। ছবি - পিআইবি।

ভারত-ওমান ব্যবসা ফোরামে মোদী

দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে সিইপিএ নতুন গতি ও আস্থা দেবে

মাস্কাট, ১৮ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার ভারত—ওমান ব্যবসা ফোরামে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১১ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের বিস্তৃত রূপরেখা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, এই সংস্কারগুলির ফলে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিণত হয়েছে। ভারত—ওমান সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি-র গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই চুক্তি দুই দেশের অংশীদারিত্বে নতুন আস্থা ও গতি সঞ্চার করবে। মোদীর কথায়, "গত ১১ বছরে ভারত শুধু নীতি বদলায়নি, তার অর্থনৈতিক ডিএনএ-ই বদলে দিয়েছে।"

তিনি জিএসটি ও দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব আইন-এর মতো সংস্কারগুলিকে অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জিএসটি গোটা ভারতকে একীভূত ও সংহত বাজারে পরিণত করেছে। আর আইবিসি আর্থিক শৃঙ্খলা এনেছে, স্বচ্ছতা বাড়িয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা মজবুত করেছে।"

উভয় দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী ভারত ও ওমানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "মান্দভি থেকে মাস্কাট পর্যন্ত আরব সাগর আমাদের সংযোগের এক শক্তিশালী সেতু। এই সাগর আমাদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে যুগ যুগ ধরে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।"

সিইপিএ-কে 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই চুক্তি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণ করবে। তাঁর কথায়, "আজ আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যা ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সিইপিএ আমাদের অংশীদারিত্বে ২১ শতকে নতুন আস্থা ও নতুন শক্তি যোগাবে। এটি আমাদের ভবিষ্যতের ব্লুপ্রিন্ট, যা বাণিজ্য বাড়াবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ খুলে দেবে।"

ভারত ও ওমানের দীর্ঘদিনের সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ীরা শতাব্দীপ্রাচীন বাণিজ্যিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, "আমাদের ব্যবসায়ীরাই আমাদের বাণিজ্যের প্রতীক। আপনারা দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহন করছেন। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতেই ভারত—ওমান সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও দৃঢ় হয়েছে। তাঁর ভাষায়, "ঢেউ ও ঋতু বদলালেও ভারত ও ওমানের বন্ধুত্ব প্রতিটি ঋতুতে আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং প্রতিটি ঢেউয়ের সঙ্গে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মাইলফলকের কথাও উল্লেখ করেন মোদী। তিনি জানান, ভারত ও ওমান কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। তাঁর কথায়, "এটি শুধু উদযাপন নয়, বরং আমাদের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক মজবুত ভিত্তি।"

ভারত—ওমান সিইপিএ দুই দেশের সহস্রাব্দপ্রাচীন সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল। তিনি একে 'ওয়াটারশেড মোমেন্ট' বা যুগান্তকারী মুহূর্ত বলে আখ্যা দেন। মাস্কাটে ওমান—ভারত বিজনেস সামিটে গোয়াল বলেন, দীর্ঘদিনের আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফল এই চুক্তি, যা বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়াবে, বিনিয়োগে গতি আনবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও গভীর করবে। উল্লেখ্য, ওমানের ক্ষেত্রে এটি কোনও একক দেশের সঙ্গে মাত্র দ্বিতীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আগরতলায় টিএসএফ ও টিআইএসএফ-এর মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরক ভাষার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট চালুর দাবিতে আগরতলায় টিএসএফ ও টিআইএসএফ-এর উদ্যোগে একটি মশাল মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনও।

প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এই দাবিকে সামনে রেখে জনজাতি ছাত্র ও যুবরা তিপ্রা মথার নেতৃত্বে ময়দানে সরব হতে দেখা যায়। এদিন রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন টিএসএফ-এর সাধারণ সম্পাদক জন দেববর্মা ও ছাত্রনেতা হামলং জমাতিয়া। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন মশাল হাতে নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। মশাল মিছিল সম্পর্কে হামলং জমাতিয়া জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চান যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরক ভাষার জন্য রোমান হরফের দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। অন্যথায়, বিগত বছরের মতো এবছরও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে রোমান হরফের দাবিতে জনজাতি সমাজকে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তাঁর সেই আহ্বানের প্রতিক্রিয়াতেই এই মশাল মিছিল সংগঠিত হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রমিক বিশ্বজিৎ বানিয়ালের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল শিশুকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। মনুভ্যালি টি-এস্টেটে মাটি ধসে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয় নয় বছরের এক শিশুকন্যা। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয়। বিষয়টি নজরে আসতেই উদ্ধারকাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন শ্রমিক বিশ্বজিৎ বানিয়াল। শিশুটিকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর প্রয়োগ করেন, যার ফলে শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরায় সচল হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মনুভ্যালি টি-এস্টেটে খেলতে গিয়ে মাটি ধসে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয় নয় বছরের এক শিশুকন্যা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে চিমনি ভেঙে দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারকে ২৫.১৬ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুরের নাকফুল এলাকায় অবস্থিত অপরাশকর ব্রিক ফ্যাক্টরিতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাবগুলির পাশে দাঁড়াল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন, ধলাই-এর তরফে এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মোট ২৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা এক্স — গ্রেশিয়া আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভিশপ্ত ইটভাট্টার মালিক ও ম্যানেজার গ্রেফতার, মুক্তির দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৮ ডিসেম্বর।। হালহালী অপরেশ কর এবিসি ইটভাট্টার চিমনি ভেঙে পড়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর ভাটার মালিক ও ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মুক্তির দাবিতে অবরোধ স্থানীয়দের। ভাট্টার প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বুধবার কমলপুর মহকুমার হালহালী অপরেশকর এবিসি ইট ভাট্টার চিমনি ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও তিনজন শ্রমিককে আগরতলার জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

এই ঘটনার পর ইটভাট্টার মালিক সৌভিক পাল এবং ভাট্টার ম্যানেজার অমিত দেবকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার হালহালীতে অবরোধে বসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে বাজার এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কমলপুরের এসডিপিও সমুদ্র দেববর্মা, কমলপুর থানার ওসি সুমন আচার্য্য সহ বিপুল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

মেধা সকলেরই রয়েছে, সেটা অধ্যাবসায়, পরিচর্যা, পরিশ্রম এবং চেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের একমাত্র সরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন রাজ্যবাসীর বহুদিনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন পূরণের একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। রাজ্যের সরকারি ডেন্টাল কলেজটি প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পুরোনো আই.জি.এম. হাসপাতাল ভবনের ভূমিকম্প প্রতিরোধকমূলক সংস্কার ও পুনরুদ্ধার কাজের উদ্বোধন করেন এবং পরবর্তী সময় আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও আই.জি.এম. হাসপাতালের নতুন ভবনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দামছড়ায় অভিযান চালিয়ে টিইউএনএফ ক্যাডার গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া থানা এলাকার কার্গিলটিলায় এক বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। দামছড়া থানার অফিসার ও কর্মীরা টিএসআর-এর গোয়েন্দা দলের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামছড়া থানা এলাকার কার্গিলটিলায় অবস্থিত আনন্দ রিয়াং-এর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আসামের হাইলাকান্দি জেলার বাগচিরা এলাকার বাসিন্দা কর্নোজয় রিয়াং ওরফে লাথাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জল নিরাপদ, সরকার বৃষ্টির জল সংরক্ষণে উদ্যোগী ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার ভূগর্ভস্থ জলস্তর বর্তমানে ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং এটি স্থিতিশীল রাখার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী দিনে কীভাবে বৃষ্টির জল আরও কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষকে স্বনির্ভর করা যায়, সে বিষয়ে সরকার কাজ করছে। একথা জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ তিনি প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সেচ যোজনার আওতায় ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহী কমিটি সভা সভাপতিত্ব করার পরে।

মন্ত্রী বলেন যেসব রাজ্য বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল, তাদের আগামী দিনের পরিকল্পনা করা উচিত। তাই এই প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। আমরা মাটিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে এই উদ্যোগ নিয়েছি। এজন্য আমরা

ওয়াটারশেড, চেক ড্যাম, পুকুর, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি নির্মাণ করছি। আমরা ইতিমধ্যেই সফলতার পথে রয়েছি। মার্চ মাসের পর ফেজ ৩.০ শুরু হবে।

তিনি আরও জানান, হরিয়ানা, পঞ্জাব ও রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি ব্যক্তিগত ও কৃষিজনের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে জলসংকট দেখা দিচ্ছে কারণ ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রী আরো জানান ত্রিপুরা নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে, কারণ এখানে মাত্র ৯.৭ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে আসাম ব্যবহার করে ১৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ব্যবহার করে ৫২ শতাংশ। তবে আমাদের আগামী প্রজন্মের কথা ভাবা দরকার। এজন্যই আমরা প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সেচ যোজনার আওতায় এই ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট শুরু করেছি। এই সভার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, কিভাবে আগামী দিনে আরও বেশি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষকে স্বনির্ভর করা যায়। আমি কর্মকর্তাদের অনুরোধ করছি, তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসেনজিৎ কাণ্ড ঃ গ্রেফতার তিন মূল অভিযুক্ত জেল হেফাজতে, পলাতক আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ ডিসেম্বর।। প্রসেনজিৎ সরকার মৃত্যুকাণ্ডে অবশেষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন। সাধারণ মানুষের টানা আন্দোলন ও প্রবল জনচাপের মুখে বুধবার গভীর রাতে আসামের করিমগঞ্জ এলাকা থেকে মামলার তিন মূল অভিযুক্ত সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সংগীতা ভট্টাচার্য ও সৌরভ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও দু'জন অভিযুক্ত এখনও পলাতক থাকায় তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে করিমগঞ্জে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তিন অভিযুক্তকে আটক করা হয়। গ্রেফতারের পর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ধৃতদের উত্তর জেলার আদালতে তোলা হলে আদালত চত্বরে শতাধিক সাধারণ মানুষের ভিড় জমে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আদালতের নির্দেশে তিন অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। আদালত থেকে জেল কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময়ও জনতার তীক্ষ্ণ নজরদারি ও উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে চলা আন্দোলনে অংশ নেওয়া নাগরিকদের দাবি ছিল প্রসেনজিৎ সরকারের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত প্রকৃত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুকন্যা খুন, গভীররাতে অভিযুক্ত পিতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। খোয়াইয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ডের ঘটনায় অভিযুক্তকে মাঝরাতে জলে তুললো পুলিশ। পিতার হাতে নৃশংসভাবে খুন হলো সাত বছরের শিশু কন্যা। বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খোয়াই জেলার এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের সাত বছরের মেয়েকে নির্মমভাবে হত্যা করে অভিযুক্ত বাবা। শিশুটির দাদু জানান, তিনি বাজার থেকে বাড়ি ফিরে নাতনিকে ডাকাডাকি করলেও কোনো সাড়া পাননি। পরে ঘরের ভেতরে ঢুকে রক্তাক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 19-12-2025, 00:16

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
৩ পৌষ, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারতের কৌশলগত চ্যালেঞ্জ !

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের কৌশল কত চ্যালেঞ্জ আরো কঠোর কলিতে হইবে। ফোন কি প্রদর্শন শুরু করিয়াছে। এই ধরনের হুমকি ভারতের অখন্ডতার প্রশ্নে অস্বস্তিকর। সময় থাকিতেই ভারত এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে পাকিস্তান ও চীন সহ মনোভাবাপন্ন অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আরও প্রশ্রয় পাইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে ভারতকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও ভারত সরকার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সংযতভাবেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ও গ্রহণ তার সাথে নরম মনোভাব পোষণ করিলে চলিবেনা।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতের জন্য 'সবচেয়ে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ' তৈরি করিয়াছে। যদিও পরিস্থিতি 'বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের দিকে যাইবে না', তবুও এটা মোকাবিলার ক্ষেত্রে নয়াদিল্লিকে সতর্ক থাকিতে হইবে। এমনই জানাইয়াছে, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।এই কমিটিটি সরকারকে বেশ কিছু সুপারিশও করিয়াছে। এই অস্থিরতার কারণ হিসেবে ইসলামিক উগ্রপন্থীদের উত্থান, ক্রমবর্ধমান চীনা ও পাকিস্তানি প্রভাব এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের আধিপত্যের পতনকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কমিটি বলিয়াছে, 'যদিও ১৯৭১ সালের চ্যালেঞ্জটি ছিল অস্তিত্বের সংকট, একটি মানবিক সংকট এবং একটি নতুন জাতির জন্ম, কিন্তু বর্তমান চ্যালেঞ্জটি আরও গুরুতর, এটি একটি প্রজন্মগত বিচ্ছেদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ভারত থেকে দূরে সরিয়া গিয়া একটি সম্ভাব্য কৌশলগত পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দেয়।'এতে আরও বলা হইয়াছে, 'এই মুহূর্তে ভারত যদি তাহার কৌশল পুনর্বিন্যাস করিতে ব্যর্থ হয়, তবে যুদ্ধের কারণে নয়, বরং ঢাকায় ভারতের গুরুত্ব ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে।'বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন এবং চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাব নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পরিকাঠামো, বন্দর উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত সহযোগিতার ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে, কমিটি মংলা বন্দরের সম্প্রসারণ, লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি এবং পেকুয়ায় সাবমেরিন ঘাঁটির মতো প্রকল্পগুলোর কথা উল্লেখ করিয়াছে। কমিটি জানাইয়াছে, বাংলাদেশের হাতে মাত্র দু'টি সাবমেরিন থাকিলেও সেখানে আটটি সাবমেরিন রাখিবার মতো পরিকাঠামো তৈরি করা হইতেছে।কমিটি বলিয়াছে, চীন- বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামি-সহ সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছে। এমনকী এই ইসলামিক দলটি চীন সফরও করিয়াছে।সংসদীয় কমিটি সরকারকে কঠোরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিবার সুপারিশ করিয়াছে, যাহাতে কোনও বিদেশি শক্তি বাংলাদেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিতে না পারে এবং ঢাকাকে উন্নয়ন, সংযোগ এবং বন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা দেওয়া হয় সেদিকটি খতিয়ে দেখিতে বলিয়াছে।উগ্র ইসলামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কমিটি উল্লেখ করিয়াছে যে, পূর্বে নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইসলামির নির্বাচনী নথিভুক্তিকরণ পুনরুদ্ধার করা
হইয়াছে। ফলে এই সংগঠনটি বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।এদিকে, ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে। ফলে হাসিনার দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকেও বিরত থাকিতে
হইবে।'আওয়ামী লীগের ওপর চলমান নিষেধাজ্ঞা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের যেকোনও ভবিষ্যৎ নির্বাচনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র নিয়া প্রশ্ন তুলিবে।' বাংলাদেশের ক্রমঅবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যে, ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে আসা সেইসব বিবৃতির প্রতি সংযত প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছে যাহা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য সরাসরি হুমকি।মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং ভারতের প্রতি, বিশেষ করিয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি, প্রকাশ্যে বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিনিময়ে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে মরিয়া।চলতি সপ্তাহে, "জুলাই ঐক্য" ব্যানারে একদল উগ্র ইসলামপন্থী- ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে একটি প্রতিবাদ মিছিল করিবার পর ঢাকার কেন্দ্র-সহ তিনটি ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই মিছিলে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাহাদের দেশে ফিরাইয়ায়ে দেওয়া-সহ বেশ কয়েকটি দাবি জানানো হইয়াছিল।বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) একজন নেতাও হুমকি দিয়াছেন যে, ঢাকা দিল্লির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলোকে আশ্রয় দিবে এবং ভারতের 'সেভেন সিস্টারস'কে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহায্য করিবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষ কোরিয়া বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশ কোন ধরনের আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করিলে তা প্রতিহত করিতে যত প্রযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। স্পর্শকাতর এই ইস্যুতে দেশের জনগণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন ,তাহা বলা যাইতেই পারে। এজন্য প্রয়োজন ভারত সরকারের কৌশলগত সময়োপযোগী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা।

"নিন্দিত কিংবা নন্দিত "

জয়দ্বীপ

কীর্তি ও কৃতিতে তো অবশ্যই তুলনীয় নন। কিন্তু, রাজনৈতিক পরিণতির প্রশ্নে কোথাও কি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন সিরাজুল আলম খান? সচেতনে বা অবচেতন মনে? অন্তত দু'জনই যে রহস্যাবৃত রাজনৈতিক পরিণতি ভোগ করেছেন, তাতে এই ধাঁধাটা উত্তরপ্রজন্মের কারও মধ্যে শৃঙ্খলিত হওয়াটা অস্বাভাবিক বা অভ্রান্ত কিছু নয়।

সুভাষ বসু নরমপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। তাই গান্ধীর পথ পরিহার করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে যুদ্ধকেই একমাত্র পন্থা মনে করেছেন। সিরাজুল আলম খানও নরমপন্থী ছিলেন না। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনিও যুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ ফয়সালা মান্য করেছিলেন। অসহযোগ বা স্বায়ত্তশাসন নয়, উভয়েই চেয়েছিলেন স্বাধীনতা।

সুভাষ বসু, এক অর্থে, যুদ্ধরত থেকেই, বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চিরতরে হারিয়ে গেলেন। বীরের বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তাঁর হলো না। তাঁর একাকী মহানিষ্ক্রমণ এবং স্বদেশত্যাগ তাই আজও অনেকের কাছেই একটা বিহ্বল অধ্যায়। সিরাজুল আলম খান দেশ ছেড়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে, যুদ্ধে যাবেন তাই। যুদ্ধে লড়েছেন। বীরবেশেই ফিরেছেন যুদ্ধের ময়দান থেকে। তারপর, এক ঘটনঅঘটনপটিয়সী অস্থির ও উত্থিত-পতিত সময়ের সাক্ষী হয়েছেন।

সুভাষ বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গড়ে তুললেন লেফট-সেন্টিক পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক। সিরাজুল আলম খান আওয়ামী বৃত্তের বাইরে গিয়ে কুশীলব হয়ে উঠলেন দেশ স্বাধীনের মাত্র দশ মাসের মধ্যে গঠিত লেফট-সেন্টিক আপাত "লিবারেল ডেমোক্রেটিক" এক পার্টির জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। ফলে, উভয়ের পলিটিক্যাল জার্নির মধ্যে একটা কাকতালীয় মিল লক্ষ করা যাবে বৈকি!

তবে, বৈঠকের বাহাসে এ কথাও প্রাসঙ্গিক যে, ঠিক সুভাষ বসুর পরিণত সিরাজুল আলম খানের হয়নি। সুভাষের শেষযাত্রা আদতে বিতর্কিত রহস্যাবৃত হলেও, তা অন্তর্ধান হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে বহু বছর ধরেই। সিরাজের শেষযাত্রা নয়, বরং রাজনীতির উত্তুঙ্গ অবস্থান থেকে তাঁর রাজনৈতিক সন্ন্যাস গ্রহণের প্রক্রিয়াটিই মুখ্যত রহস্যাবৃত। তবে, দিন শেষে এ কথাটিও সত্য যে, উভয়েই রাজনৈতিক জীবনের চরম সক্রিয়তার কালে একটা প্রজন্মকে বিপ্লব অন্তঃপ্রাণ ও আগুয়ান করার আইডলে পরিণত হয়েছিলেন।

এ বাবদ, সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে আসলেই কোন রহস্য বা জটিল সমীকরণ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস লিখতে হলে, ষাটের দশক থেকে শুরু করে, অন্তত পরবর্তী পনের বছরের (১৯৬১-১৯৭৫) ছাত্র রাজনীতি তথা রাজনীতিতে সিরাজের অবিশ্বাস্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও সেই অনুপাতে দক্ষ-দাপুটে কর্মী বাহিনী তৈরির তুল্য কিছু সম্ভবত বাংলাদেশে বিরল। সিরাজুল আলম খান একজন "কিং মেকার" ছিলেন, এ সত্যটি মেনে নিয়েই তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতি-রণনীতির নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

২.

ইতিহাসের বিচার সদাসর্বদা বিলকুল নির্মোহ হবে, এই কমিটমেন্ট অন্তত ইতিহাসের নেই। ইতিহাস অনিবার্যভাবেই তার গতিতে চলবে, কিন্তু নিরপেক্ষ হবে এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বরং তাতে জলপ্রবাহের ধারায় নুড়ি-পাথরের মতো এসে যোগ হবে কতকটা মিথ বা পুরাণ, কতকটাবা লিজেন্ডস বা কিংবদন্তি। তাতে কারও বিশ্লেষণে কেউ হয়ে উঠবেন কাল্ট, কারও বিশ্লেষণে কেউ হয়ে উঠবেন হিরো, কেউবা ট্র্যাজিক হিরো, কেউবা এন্টি-হিরো, কেউবা ভিলেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় "বাধার বিন্ধ্যাচল" টির নাম রাজনৈতিক পন্থা বা মতাদর্শিক অবস্থান।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দোসর রাজনীতি। রাজনৈতিক পন্থার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অবস্থান ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণে বরাবরই ভূমিকা পালন করে বিধায় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির কলমে ইতিহাস কখনও নির্মোহ-নির্মেদ ফ্যাক্টচুয়াল, কখনওবা অতিরঞ্জিত রোমান্টিক কিংবা অতিআবেগ।

রাজনীতিতে সক্রিয় কাউকে তার সমকাল নায়ক বানায়। নিষ্ক্রিয় কাউকে ইতিহাস ও উত্তর সময় বানিয়ে ফেলে প্রতিনায়ক। এই যে এক ধাঁধার জগৎ সৃষ্টি করতে পারা এবং আমৃত্যু নিষ্ক্রিয় থেকেও প্রাসঙ্গিক রয়ে যাওয়া, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তা সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে একজনকে ঘিরেই, তিনিই সিরাজুল আলম খান। বাংলাদেশের রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্বে তিনি অলোকসামান্য আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে পথ হেঁটেছেন, আরেকটি পর্বে তাঁর পথপরিক্রমা অন্ধকারের মতোই অস্বচ্ছ, কূল-কিনারাহীন।

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন "প্রতিনায়ক"; যিনি অনিবার্যভাবেই নায়ক, কিন্তু, খলনায়ক কদাপি নন। আরও বড় নায়ক হওয়ার সমূহ সকল সম্ভাবনাই তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি বড় নায়ক হতে পারলেন না, তাঁর চেয়েও বড় নায়ক বা নায়করা ততোধিক শক্তিশালী উপায়ে তাঁকে মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন বিধায়। অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন প্রথাগত রাজনীতির ব্যাটলফিল্ড, চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরাল ও গণপরিসর থেকে আর রেখে গেলেন অজস্র-অসংখ্য না-জানা ইতিহাসের খতিয়ান। এমন অদ্ভুতুরে কেমোফ্লেজিং চরিত্রগুলোর প্রতি সহজ-স্বাভাবিক এক মোহ আছে রাজনৈতিক জনজীবনে। সুভাষের মতো তা-ই, সিরাজও ইতিহাসের নির্মোহ বিচারে হয়ে গেছেন একজন "লোকনায়ক", ফোকহিরো!

৩.

একাডেমিকভাবে ছিলেন গণিতের শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রখ্যাত হয়ে গেলেন রাজনীতির নানা জটিল সমীকরণ আপাত সরলভাবে (নাকি ততোধিক জটিলতায়?) মেলানোর অভ্যস্ততায়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বহুর্বিদ্যক বা আন্তর্বিদ্যক ভূমিকা একাডেমিকভাবেই পালন করার কথা, সেটা তিনি করলেন ব্যক্তিক পর্যায়ে কিংবা বলা যেতে পারে রাজনীতির আঙ্গিনায়। ফলে, গণিতের সনদধারী স্নাতক হয়েও, তাঁর জ্ঞানের জগৎ বিস্তৃত হলো সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পরিবেশ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি জ্ঞানের নানান শাখায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এমন বহুর্বিদ্যক বা মাল্টিডিসিপ্লিনারিই তো হওয়া দরকার।

লব্ধ এই জ্ঞানের প্রজ্ঞা ও প্রাজ্ঞতাতেই তিনি তাঁর সমসাময়িক তরুণদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন গন্তব্যপুরুষ, আইডল এবং সেই আলো, যেখানে সমস্ত অনুসারীরা "পতঙ্গে"র মতো এসে মিলেছেন মহাসমারোহে। কেন মিলেছেন? কোন জাদুর কাঠির পরশে? কোন মোহে? ঠিক কী বিদ্যায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন এমন "হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা"? আর হলেইবা কেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণকারী প্রজন্মকে এতো উন্মাতাল হয়ে ছুটতে হবে তাঁর দিকে?

মনে রাখতে হবে, আমরা সেই সময়ের কথা বলছি, যে সময়টায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত তার ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতিভাবান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষকরা প্রথিতযশা প্রজ্ঞাবান, শিক্ষার্থীরা পরিপক্কতায় প্রাচুর্যময়। এই শিক্ষার্থীরা শুধু ক্লাস-পরীক্ষায় দুর্দান্ত নয়, সহপাঠ্যসূচি (কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি) সংশ্লিষ্টতাতে দুর্দমনীয়। তাদের বদান্যেই রাজনীতিই হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় কো-কারিকুরাল কর্মসূচি। এর কারণ, সময় এবং ইতিহাসের নতুন দিকবলয়কে আলিঙ্গন করার আহবান।

সময় তার ছাত্রনায়কদের তৈরি করতে লাগল একের পর। একদিকে ছাত্রলীগ, আরেকদিকে ছাত্র ইউনিয়ন। একপক্ষ জাতীয় মুক্তির স্বপ্নে বিভোর, আরেকপক্ষ শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের স্বপ্নে জাগ্রত। ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙে যাচ্ছে ষাটের দশকের মাঝামাঝি মেনন ও মতিয়া গ্রুপ উভয় গ্রুপেরই স্বপ্নে অটুট সমাজতন্ত্র। অন্যদিকে, ছাত্রলীগের মধ্যেও সমাজতন্ত্র-মনস্ক একটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ বিকশিত হতে লাগল, যাদের আলটিমেট লক্ষ্য হিসেবে পরে প্রকাশিত হবে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"। এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ২০-২২ বছর বয়সী স্বপ্নালু তরুণদেরই শিরোমণির নাম সিরাজুল আলম খান, তাদের প্রিয় দাদাভাই।

বেঙ্গল ইন্টিলিজেন্সিয়ার একটি সংক্ষুব্ধ সম্মোহনী ক্ষমতা আছে, সেটা আমরা ঊনিশ শতকে দেখেছি। জ্ঞানজগতে আলো ছড়ানো যে কারও পক্ষেই কোনো এক মোহনমন্ত্রের চালিকাশক্তিতে তার সময় ও সমরকে যূধবদ্ধ করে একটা প্রজন্মকে সেই আলোতে আলোকিত করার অপূর্ব ক্ষমতা ঊনিশ শতকে অনেকেরই ছিল, বিশেষত কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিতায় এবং সেটাও ছিল এক সাংগঠনিক বলয়কে কেন্দ্র করে। ঢাকা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিতায় ঊনিশ শতকে এ ব্যাপারটি প্রায় বিরল। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে এটি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঘটতে দেখব। আরও পরে পরিষ্কার করে দেখব, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এই ইন্টিলেজেন্সিয়া এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যাঁরা গড়ে উঠেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আলো ছড়িয়েছেন। সিরাজুল আলম খানের রূপে ঊনিশ শতকের বাংলার ওরকম ইন্টেলেক্ট অরগাইনাইজার তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশে আবার একজন ফিরে এসেছিলেন বিশ শতকের তৃতীয় ভাগে। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, তেমনই বিদ্যাবৃত্তি। এমন লোকই তো আসলে কম বাংলাদেশে; ফলে, রাজনৈতিকভাবে বড় সংগঠক হওয়ার সমস্ত পথে তিনি পথিক সৃষ্টি করতে বিপুলভাবে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর হাত ধরেই পরবর্তী বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিকের জন্ম। অনেকে বড় বড় পদে অভিষিক্ত হয়েছেন, ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন। অথচ, তিনি কিন্তু কোথাও নেই! সাংসারিক, জাগতিক, রাজনৈতিক কোন মোহ ও মায়াতেই তিনি নিজেকে জড়াননি। অথচ, তাঁর অনুসারীরা বলতে গেলে বাংলাদেশে আপাত সাফল্যের সঙ্গেই পলিটিক্যাল ও ইন্টেলেকচুয়াল ক্যারিয়ার গড়েছেন। বাইরে থেকে তাঁকে বলা হয়েছে "বিভ্রান্ত বিপ্লবী"। কিন্তু, কোনদিনও তাঁর অনুসারীরা প্রকাশ্যে বলেননি, তিনি তাদের জীবন ও যৌবনের সবচেয়ে সুন্দর-সুকুমার সময়টিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কিংবা সে সময়টি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। বরং, তিনি যেমনটা বলেছেন, "যৌবন বিসর্জন দেওয়া এতো সহজ নয়", ঠিক তাঁর শিষ্যরা তাদের রাজনৈতিক উত্থানের মর্মমূলে তাঁকেই স্মরণ করেছেন সর্বাগ্রে।

৪.

তাঁর রাজনৈতিক উত্থানটাও সাড়া জাগানিয়া বলতে হবে। আজকে যে সিরাজুল আলম খানকে আমরা চিনি, সেই ব্যক্তিটিকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর "প্রতিনায়ক: সিরাজুল আলম খান" গ্রন্থে জানিয়েছেন, আমি শুনেছিলাম, ছাত্ররাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের উত্থান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে। পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের শুরুতে আওয়ামী বৃত্তের তরুণদের মধ্যে শেখ মুজিবের পরেই জনপ্রিয়তায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন তুঙ্গে।'

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ১৯৫৭-১৯৬০ সাল মেয়াদে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (সভাপতি: রফিকুল্লাহ চৌধুরী) এবং ১৯৬০-৬৩ সাল মেয়াদে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। এই কমিটিতে শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ওই কমিটিতেই প্রথমে সদস্য, পরে ১৯৬১ সালে সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান সিরাজুল আলম খান। গলায় রক্ত আসায় শেখ মণি অসুস্থ হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে ওই কমিটিতেই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন সিরাজ। ১৯৬২ সালের বিখ্যাত শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রলীগকে মূলত এই কমিটিই নেতৃত্ব দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন হুইপ হয়েছিলেন। তবে, শেষ পর্যন্ত আর আওয়ামী লীগে থাকেননি। শেখ মুজিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য হয়েও, তিনি মুশতাকের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। ছিলেন এরশাদ আমলের উপপ্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত শেষ ব্যক্তি যিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আরও পরে বিএনপির উচ্চ পর্যায়ের থিঙ্কট্যাঙ্ক। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে শাহ মোয়াজ্জেম জাঁদরেল পলিটিশিয়ান ও পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। সিরাজুল আলম খানের রাজনীতিতে আসার পেছনে তিনি কী ভূমিকা রেখেছিলেন, সে প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন আহমেদকে তিনি বলেছেন:

'একদিন খবর পেলাম ফজলুল হক হলে নতুন একটা ছেলে এসেছে। সারা দিন তাস খেলে। তার পার্টনার বদল হয়। কিন্তু তার বদল হয় না। কী ব্যাপার? আমার কৌতূহল হলো। তাকে ডেকে পাঠালাম এবং মুহূর্তেই তাকে পছন্দ করে ফেললাম। তাকে রিক্রুট করলাম। এভাবেই সিরাজুল আলম খান আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হলো। ও ছিল খুব ভালো, হার্ডওয়ার্কিং। দিন-রাত কাজ করত। ...

... তবে ও আমার খুব আস্থাভাজন ছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারত। আমিই তো ওকে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি বানিয়েছিলাম।'

আদতে ছাত্রলীগের ১৯৬৩-৬৫ মেয়াদের যে কমিটিতে তিনি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন, সেবার তাঁর হবার কথা সাংগঠনিক সম্পাদক। শেখ মণি সভাপতি, কেএম ওবায়দুর রহমান সাধারণ সম্পাদক। এমনটাই নির্দেশ ছিল শেখ মুজিবের, জানিয়েছেন সিরাজ নিজেই। কিন্তু, কমিটি যখন পাশ হলো, দেখা গেল, ওবায়দুর রহমান সভাপতি, সিরাজুল আলম খান সাধারণ সম্পাদক। শেখ মণি মূল নেতৃত্বে নেই। অসুস্থতাও এ না থাকার পেছনে কারণ হতে পারে। এর আগে থেকেই অবশ্য ছাত্রলীগে দুই বন্ধুর দু'টি ধারা তৈরি হয়ে গিয়েছেসিরাজ গ্রুপ ও মণি গ্রুপ। কিন্তু, শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের ধারাটি তখন সিরাজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে প্রায় ম্লান। সেই অগ্নিসময়ের অনেকেই নানান সময় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিসংবাদিত নেতা মান্য করে চলা ছাত্রলীগের উভয় ধারার দুই নেতার মধ্যে সিরাজ তাঁর নেতৃত্বগুণ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে আস্থাশীল সংগঠক ও "ডানহাত" ছিলেন।

আরও পরে, আমরা দেখব, সত্তরের ঘটনাবহুল নির্বাচন ও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ডাকসুর ভিপি আসম আব্দুর রব, জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং ছাত্রলীগের সভাপতি নূর আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে এই চারজনের সম্বলিত বিখ্যাত পরিচয় হয়ে উঠেছিল "বঙ্গবন্ধুর চার খলিফা" নামে। বঙ্গবন্ধু প্রশ্নে এক থাকলেও, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগের দু'টি ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মাখন-সিদ্দিকী শেখ মণির নেতৃত্বাধীন ধারা এবং রব-সিরাজ সিরাজুল আলম খানের ধারার অনুসারী হিসেবে ছাত্রলীগের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

৫.

সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা ১৯৬২-১৯৭২, এই এক দশকে এমন অনেক কিছুই করেছেন তাঁর নেতৃত্বে, যা ছিল অভূতপূর্ব। কিন্তু, দেখা যাবে, সিরাজ মূল নেতৃত্বে না থেকেও কিংবা আড়ালে-আবডালে থেকেও, আদতে তিনিই কাণ্ডারি, তিনিই এদের গন্তব্যপুরুষ। সেই যে তিনি টানা দু' মেয়াদে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করলেন, এটাই তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের ভূমিকায় সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পদ। এর পরে আর কোনদিন কোথাও তিনি কোনো পদাধিকারের বলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেননি। বরং, খুব গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁর অনেক বেশি মনোযোগের কেন্দ্রে তখন "নিউক্লিয়াস"। জীববিজ্ঞানের নিউক্লিয়াস নয়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিউক্লিয়াস"! গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্তাতল, একাধারে জীববিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক, কী করে যেন একবিন্দুতে মিলে যান তৎকালীন পূর্ববাংলার এক ছাত্ররাজনৈতিক প্রকল্পে!

সিরাজুল আলম খান ১৯৬২ সালে আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরেই গোপনে গড়ে তুলেছিলেন এই রহস্যজনক গ্রুপ। এ বিষয়ে সে সময়ের অনেকেই কিছুই জানেন না বা জানতেন না বলে মত দেন। কারণটাও যুক্তিযুক্ত। গোপন যা, তা সম্বন্ধে জানার প্রশ্ন তো অবান্তর। এমনকি বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত এ বিষয়ে একদমই কিছু জানতেন না। আব্দুর রাজ্জাকের ভাষ্য মতে, এ বিষয়ে তাঁরা কিছুটা ১৯৬৬ সালে এবং পুরোটা ১৯৬৯ সালে জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে। এ নামটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ছাত্রলীগের একপক্ষের সম্মেলনের রাজনৈতিক রিপোর্টে।

নিউক্লিয়াস গোপনই ছিল, কিন্তু, নিজেদের অজান্তেই ছাত্রলীগের জেলা নেতৃত্বের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকরা রিক্রুট হয়ে যেতেন নিউক্লিয়াসে, কিংবা বলা ভালো, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের যে ধারাটি শক্তিশালী হচ্ছিল, সে ধারায়। পরে দেখা যাবে, সারা বাংলাদেশে এর সদস্যসংখ্যা হয়ে গেল প্রায় সাত হাজার।

সেই তুমুল সময়ে ছাত্রলীগের অবদানের প্রসঙ্গ উঠলে, বলা হয়ে থাকে, ষাটের দশকে দুই ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি ছাত্রলীগের যে অবদান ছাত্ররাজনীতিতে, তাতে ছাত্রলীগের এ ধারাটিরই "ব্রেন চাইল্ড" হলো১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান, ৬ ছফা-১১ দফা আন্দোলন, শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ), জয় বাংলা বাহিনী, মুজিব বাহিনী, স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত, জয় বাংলা স্লোগান, আসম আব্দুর রবের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, শাহজাহান সিরাজের স্বাধীনতার ইশতেহার, "জাতির জনক" উপাধি প্রদান, এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে মুক্তিযুদ্ধ। কিছু তর্কসাপেক্ষ উদ্যোগ বাদ দিলে, দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশক্ষেত্রেই নিউক্লিয়াসের সদস্যরাই এই কাজগুলো করছেন। যাঁরা করছেন, তাঁরা জানেন সিরাজুল আলম খানই এর নেপথ্য-নায়ক, তাঁরা শুধু জানতেন না, কাজটা আসলে যতটা না ছাত্রলীগের মধ্য থেকে হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মধ্য থেকে। নিউক্লিয়াস গোপন, প্রকাশ্যে সেটি নাম নিচ্ছে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"। আদতেই এরা স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়েই পথ চলছিল এবং তার বিনিময়ে যে কোন কিছু করতে প্রস্তুতও ছিল এই "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"। সিরাজুল আলম খানের মতে:

"স্বাধীনতার প্রশ্নে নিউক্লিয়াস যে কাজ করেছিল, এ কাজে যদি কেউ হ্যাম্পার করে, নির্মম হতে পারতাম, মারপিট করে, কেউ দাঁড়াতে পারত না। এ রকম একটা শক্তি ছিল। বিশেষ করে, মিছিলগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে। ওদের স্লোগান ছিল জয় সর্বহারা, আমাদের হলো জয় বাংলা। ওদের হলো শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধরো, আমাদের হলো বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো। একটা হলো ক্ল্যাসিক মুভমেন্ট অব সমাজতন্ত্র, আরেকটা হলো ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট। এগুলো এস্টাবলিশ করতে কত-কী যে করেছি?"

আরও পরে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই গড়ে উঠবে বিএলএফ, যেটিকে সিরাজপন্থীরা বলেন, নিউক্লিয়াসের রাজনৈতিক উইং, যার সামরিক উইং "জয় বাংলা বাহিনী"। তবে, এতোটা বললে, আদতে ছাত্রলীগের অপর ধারাটির অস্তিত্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। আসলেই কি তা-ই নয়? বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো তিনি নিউক্লিয়াস থেকে সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাক এবং অপর ধারাটি থেকে শেখ মণি ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গড়তে বলেছিলেন বিএলএফ।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে গিয়ে এটারই নাম হয়েছিল "মুজিব বাহিনী"। বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর নেতা-কর্মী হিসেবে নিউক্লিয়াসের লোকজন ছিল বলেই, এটি নিউক্লিয়াসের রাজনৈতিক উইং হিসেবে সমাদৃত হবে কি না তা তর্কসাপেক্ষ। শুধু বলা যেতে পারে, সিরাজ ও মণির দু'টি ধারা একত্রে কাজ করলেও, আদতে হেজিমনিটি সিরাজপন্থীদের দখলেই ছিল। পুরোটার দায়িত্ব নিয়ে নিতে চাইলে, মুজিব বাহিনীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিন্দিত হওয়ার দায়ও তো পুরোটাই নিউক্লিয়াসকেই নিতে হয়!

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন "প্রতিনায়ক"; যিনি অনিবার্যভাবেই নায়ক, কিন্তু, খলনায়ক কদাপি নন। আরও বড় নায়ক হওয়ার সমুহ সকল সম্ভাবনাই তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি বড় নায়ক হতে পারলেন না, তাঁর চেয়েও বড় নায়ক বা নায়করা ততোধিক শক্তিশালী উপায়ে তাঁকে মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

17-12-25.pmd 1 18-12-2025, 23:04

২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস। তাই আগরতলা শহরে এখন থেকেই পসরা সাজিয়ে দোকানিরা। ছবি নিজস্ব।

নেহরুর নথি নিয়ে কেন্দ্র—কংগ্রেস সংঘাত তীব্র, বিজেপিকে কটাক্ষ ইমরান মাসুদের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সম্পর্কিত ৫১ কার্টন নথি ফেরত দেওয়ার দাবি নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘাত আরও তীব্র হল। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন।

দিল্লি ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে ভয়াবহ বায়ুদূষণ, টাকার অবমূল্যায়ন এবং অর্থনীতির দুরবস্থার প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ বলেন, "ওদের কাছে নেহরু ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বপ্নেও নেহরুকেই দেখে। দিল্লিতে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে, ডলারের তুলনায় টাকা দুর্বল হচ্ছে, দেশের অর্থনীতি নিম্নমুখীকিন্তু এসব নিয়ে তাদের কোনও চিন্তা নেই।"

উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নথিপত্র নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই শাসক দল বিজেপি ও বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ চলছে। প্রাইম মিনিস্টার্স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি-র একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরেই নেহরুর নথি "পুনরুদ্ধার"-এর দাবি জানিয়ে আসছে। অভিযোগ, কয়েক বছর আগে সোনিয়া গান্ধী এই নথিগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নেহরুর মৃত্যুর পর, কেন্দ্রীয় দিল্লিতে তাঁর ১৬ বছরের সরকারি বাসভবন টিন মূর্তি ভবনকে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক বই ও দুর্লভ নথি সংরক্ষিত ছিল। ২০২৩ সালে এনএমএমএল-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্রাইম মিনিস্টার্স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি।

এই বিতর্কে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানান, ২০০৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধের ভিত্তিতেই এই নথিগুলি হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং পিএমএমএল-এ তার সম্পূর্ণ নথি ও ক্যাটালগ সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেন, "বাস্তবে ২০০৮ সালে ৫১ কার্টন জওহরলাল নেহরুর নথি পরিবারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এগুলির অবস্থান জানা রয়েছে, ফলে এগুলি 'নিখোঁজ' নয়।"

তবে ওই নথিগুলি ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার সোনিয়া গান্ধীর কড়া সমালোচনা করে। সরকারের বক্তব্য, 'নেহরু যুগ'-এর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথি জনসাধারণের আর্কাইভেই থাকা উচিত, ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত জায়গায় নয়। এই নথিগুলি গবেষক, সংসদ এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকা জরুরি।

শেখাওয়াত আরও বলেন, গবেষক, শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের অধিকার রয়েছে নেহরুর জীবন ও সময়কাল সম্পর্কে সত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা গড়ে তোলার জন্য মূল নথিপত্র দেখার। তাঁর বক্তব্য, "একদিকে আমাদের বলা হচ্ছে সেই সময়ের ভুল নিয়ে বিতর্ক না করতে, অন্যদিকে সেই বিতর্ককে তথ্যভিত্তিক করার মতো প্রাথমিক নথিই জনসমক্ষে আনা হচ্ছে না। এই দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করা যায় না। ইতিহাসকে বেছে বেছে তুলে ধরা যায় না। স্বচ্ছতাই গণতন্ত্রের ভিত্তি, আর আর্কাইভ উন্মুক্ত রাখাই তার নৈতিক দায়িত্ব।"

দাম্পত্য ও সম্পত্তি বিবাদের জেরে বাবা—মাকে খুন করাত দিয়ে দেহ টুকরো করে নদীতে ফেলে দিল ছেলে

জৌনপুর, ১৮ ডিসেম্বর: পারিবারিক বিবাদ ও আন্তধর্মীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্য উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে। নিখোঁজ এক বৃদ্ধ দম্পতির পাঁচ দিনের খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ জানতে পারে, তাঁদের নিজের ছেলেই নৃশংসভাবে বাবা—মাকে খুন করেছে। এরপর করাত দিয়ে দেহ টুকরো করে সিমেন্টের বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেয় অভিযুক্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম অন্বেশ। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে, কোভিড মহামারির সময় কলকাতায় এক মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করেন অন্বেশ। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের আহমেদপুর গ্রামের বাসিন্দা অন্বেশের পরিবার এই আন্তধর্মীয় বিয়ে মেনে নিতে পারেনি এবং তাঁকে স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়ার জন্য চাপ দেয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে অন্বেশের স্ত্রী ভরণপোষণের দাবি তোলেন। ফলে অর্থের জন্য বাবা—মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন অন্বেশ। টাকা ও জমিজমা নিয়ে পরিবারের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি চলতে থাকে।

প্রায় তিন মাস আগে কলকাতা থেকে ফিরে বাবা—মায়ের সঙ্গেই থাকতে শুরু করেন অন্বেশ। কিন্তু তাতেও ঝামেলা থামেনি। পুলিশের দাবি, ধীরে ধীরে তার মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমতে থাকে।

গত ৮ ডিসেম্বর তীব্র বচসার পর অন্বেশ লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে নিজের মা বাবিতা (৬৩)-কে হত্যা করে। বাবা শ্যাম বাহাদুর (৬৫) চিৎকার করতে গেলে তাঁকেও মারধর করে দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

খুনের পর বাড়ির বেসমেন্টে রাখা নির্মাণকাজের করাত দিয়ে বাবা ও মায়ের দেহ তিন টুকরো করে অন্বেশ। এরপর ছ'টি সিমেন্টের বস্তায় দেহাংশ ভরে ফেলে এবং বাবা—মায়ের পোশাক দিয়ে রক্তের দাগ পরিষ্কার করে।

পরে নিজের গাড়িতে করে বস্তাগুলি নিয়ে গিয়ে বেশিরভাগ দেহাংশ গোমতী নদীতে ফেলে দেয় সে। মায়ের একটি দেহাংশ বস্তায় না ধরায় বারাণসীর দিকে যাওয়ার পথে সাই নদীতে সেটি ছুড়ে ফেলা হয়।

নিহত দম্পতির মেয়ে বন্দনা দীর্ঘদিন বাবা—মা ও ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে ১৩ ডিসেম্বর নিখোঁজ ডায়েরি করেন। ১৫ ডিসেম্বর পুলিশ অন্বেশের খোঁজ পায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে বারবার বয়ান বদলাতে থাকে। তবে টানা জেরায় শেষ পর্যন্ত সে অপরাধের কথা স্বীকার করে।

জ্যেষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক আয়ুষ শ্রীবাস্তব অভিযুক্তকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করান। এখনও পর্যন্ত ডুবুরিরা একটি দেহাংশ উদ্ধার করেছে। বাকি দেহাংশ উদ্ধারের জন্য তল্লাশি অভিযান চলছে। পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে।

ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ, ৩৫ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী আটক করল কোস্ট গার্ড

ফ্রেজারগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর: অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে ৩৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। তাদের সঙ্গে থাকা দুটি ট্রলারও আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় সন্দেহজনক ওই দুটি ট্রলার নজরে পড়ে কোস্ট গার্ডের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রলার দু'টি শনাক্ত করার পরই কোস্ট গার্ড দ্রুত অভিযান চালিয়ে সেগুলিকে আটক করে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসে। পরে মৎস্যজীবীদের ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

থানায় তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে আটক মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। শুক্রবার দুপুরে তাদের কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত দু'মাসে বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে একাধিক বাংলাদেশি ট্রলার আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এই ঘটনাগুলি ঘিরে উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

২০২৯ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছানোর লক্ষ্য ভারতের: মান্ডাভিয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডাভিয়া জানান, ২০২৯ সালের মধ্যে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছানোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

ড. মান্ডাভিয়া বলেন, বর্তমানে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রতিরক্ষা রপ্তানির ক্ষেত্রেও একইভাবে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগামী চার বছরের মধ্যে প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, এই বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিশ্ব প্রতিরক্ষা নেতৃত্বে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে।প্রতিরক্ষা খাতে অন্যান্য সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন ড. মান্ডাভিয়া। তিনি বলেন, লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করা, বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির বড় ভূমিকা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারত আত্মনির্ভরতার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।মন্ত্রী জানান, 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানের আওতায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এই সংস্কারগুলি দেশের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মার্কিন ভিসা সংকট আরও গভীর, ভারতে এইচ-১বি সাক্ষাৎকার পিছিয়ে অক্টোবর ২০২৬

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সংকট আরও তীব্র আকার নিচ্ছে। ভারতে এইচ-১বি ও এইচ-৪ ভিসার জন্য অপেক্ষারত শত শত ভারতীয় আবেদনকারীর সাক্ষাৎকারের তারিখ ফের পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে বহু ক্ষেত্রে এই সাক্ষাৎকার অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। এর ফলে আমেরিকায় চাকরির সুযোগ পাওয়া বহু ভারতীয় পেশাদার চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন।

ডেকান ক্রনিকল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগে যেসব আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার ফেব্রুয়ারি বা মার্চ ২০২৬-এ নির্ধারিত হয়েছিল, সেগুলিও এখন পিছিয়ে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য আমেরিকান বাজার জানিয়েছে, ইমিগ্রেশন আইনজীবীরাও এমন বহু ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন, যেখানে ২০২৬ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি নির্ধারিত সাক্ষাৎকার হঠাৎ করেই বছরের শেষ ভাগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বহু আবেদনকারী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ যাঁদের সাক্ষাৎকার নির্ধারিত রয়েছে, তাঁদের বুকিং বাতিল করার অনুরোধ জানাচ্ছেন, যাতে পুনর্নির্ধারিত কেসগুলিকে আগের তারিখে আনা যায়।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে মার্কিন কনস্যুলেটগুলি বহু আবেদনকারীকে জানিয়েছে যে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে নির্ধারিত সাক্ষাৎকার পিছিয়ে ফেব্রুয়ারি বা মার্চে নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা, ভিসা আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া যাচাই আরও কড়া হওয়ায় অতিরিক্ত সময় লাগছে, যার জেরেই এই বিলম্ব।

এই ধারাবাহিক স্থগিতাদেশে বহু ভারতীয় পেশাদার, যাঁদের অনেকেই পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে রয়েছেন, কার্যত আটকে পড়েছেন। চাকরি থাকবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা।

ইমিগ্রেশন আইনজীবীরা জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে হঠাৎ করে ব্যাপক হারে সাক্ষাৎকার বাতিল ও পুনর্নির্ধারণ শুরু হয়েছে। যেসব আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার ২০২৬ সালের শুরুতে হওয়ার কথা ছিল, সেগুলিকে এখন বছরের শেষ প্রান্তিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

হায়দরাবাদে অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের এক মুখপাত্র ডেকান ক্রনিকল-কে জানিয়েছেন, "সম্পদের প্রাপ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়মিতভাবে সাক্ষাৎকারের সময়সূচি বদল করে। কোনও পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের সরাসরি জানানো হবে।"

এই পরিস্থিতিতে আইনজীবী সংগীত মুগুন্ধন জানান, "এই বাতিলের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। প্রভাবিত আবেদনকারীদের উচিত নিয়োগকর্তার সঙ্গে কথা বলে রিমোট কাজ বা ছুটি নেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।" তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে চাকরি বা ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্ত নথি সংরক্ষণ করা জরুরি।

অনেক আবেদনকারী ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ভ্রমণের টিকিট কেটেছেন, ছুটির ব্যবস্থা করেছেন, এমনকি ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের জন্য ভারতে চলে এসেছেন। পরে তাঁরা জানতে পারছেন যে তাঁদের সাক্ষাৎকারের তারিখ আর নেই। বিশেষত যাঁরা ইতিমধ্যেই আমেরিকার বাইরে রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কঠিন। পরিবারের থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ এবং আমেরিকায় ফেরার সীমিত সুযোগ তাঁদের চরম সমস্যায় ফেলেছে।

নতুন করে সাক্ষাৎকার পিছোনোর খবর ছড়াতেই ভারতীয় প্রবাসী ফোরাম ও মেসেজিং গ্রুপগুলিতে উদ্বেগ ও ক্ষোভের ঢেউ উঠেছে। অনেকেই জানাচ্ছেন, চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে, আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেনদীর্ঘমেয়াদে আমেরিকা আদৌ নিরাপদ গন্তব্য কি না।

উল্লেখ্য, চলতি বছরেই এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসার দেরিতে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছিল। তার পর কর্মভিত্তিক ভিসার ফি বাড়ানোর প্রস্তাব এইচ-১বি সম্প্রদায়কে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এবার এইচ-১বি সাক্ষাৎকার ২০২৬-এর শেষ দিকে ঠেলে দেওয়ায়, শত শত ভারতীয় পেশাদার বলছেন, তাঁদের কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবন কার্যত এক সূক্ষ্ম সুতোর ওপর ঝুলে রয়েছে, যার শেষ কোথায়তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মেসি অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা: রাজ্য সরকারের রিপোর্ট তলব কলকাতা হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর: সল্টলেক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত তিনটি পৃথক জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) শুনে প্রধান বিচারপতি (ভারপ্রাপ্ত) সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে আগামী ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এই মামলাগুলির একটিতে আবেদনকারী মেসি অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রি সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অন্য একটি পিআইএলে এই ঘটনার তদন্তের জন্য ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-কে দিয়ে অনুসন্ধানের আবেদন করা হয়েছে।এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত, কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটির গঠন নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ওই পিআইএলে দাবি করা হয়েছে, এই কমিটি গঠন আসলে 'চোখে ধুলো দেওয়া' ছাড়া কিছু নয় এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় জড়িত মূল দোষীদের আড়াল করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।আদালত জানিয়েছে, রাজ্যের রিপোর্ট পাওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী শুনানি হবে।

লোকসভায় 'সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড বিল, ২০২৫' পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজ লোকসভায় 'সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড বিল, ২০২৫' পেশ করেন। এই বিলের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ বা পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলিকে একত্রিত ও সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বিল পেশের পর অর্থমন্ত্রী জানান, আরও বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই বিলটি সংসদের অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হোক। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিনি লোকসভার স্পিকারের কাছে অনুরোধ জানান।

এর আগে বিল পেশের আগেই কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি এবং ডিএমকে সাংসদ অরুণ নেহরু বিলটি সংসদে উত্থাপনের বিরোধিতা করেন। বিরোধী সাংসদদের আপত্তির মধ্যেই শেষ পর্যন্ত বিলটি লোকসভায় পেশ করা হয়।

এই বিল কার্যকর হলে দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আরও সুসংহত ও আধুনিক হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

রাতের কলকাতায় দু'জায়গায় অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্ক শহরজুড়ে

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর: বুধবার রাতে কলকাতার দুই প্রান্তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিউটাউনের ইকো পার্ক সংলগ্ন ঘুনি বস্তিতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায় একাধিক ঝুপড়ি, অন্যদিকে কাঁকুড়গাছিতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের একটি কারখানায় একের পর এক বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। তবে দুটি ঘটনাতেই কোনও হতাহতের খবর নেই বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে।

নিউটাউনের ইকো পার্কের কাছে ঘুনি বস্তিতে বুধবার সন্ধ্যায় আচমকা আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে একাধিক ঝুপড়িতে। দাহ্য পদার্থে তৈরি ঝুপড়িগুলিতে বাঁশ ও ত্রিপলের ব্যবহার বেশি থাকায় আগুন দ্রুত ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রথমে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় পরে আরও ১০টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। আগুন নেভানোর কাজে স্থানীয় বাসিন্দারাও দমকলকর্মীদের সহযোগিতা করেন।

দমকল সূত্রে জানানো হয়েছে, কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এলেও কিছু জায়গায় আগুন সম্পূর্ণ নিভে না যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালেও ঘটনাস্থলে পাঁচটি ইঞ্জিন রাখা হয় এবং 'কুলিং ডাউন' প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, আগুন লাগার পর একাধিক বার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। দমকলও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না।

বস্তির সরু ও ঘিঞ্জি রাস্তার কারণে দমকলের গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হওয়ায় প্রথম দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে কিছুটা বেগ পেতে হয়। এই ঘটনায় বহু পরিবার মাথার ছাদ হারিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

অন্যদিকে, বুধবার মধ্যরাতে কাঁকুড়গাছির মানিকতলা মেন রোড এলাকায় একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারের কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। একের পর এক অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে দমকলের অন্তত ১৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাতেই মানিকতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।দমকল সূত্রে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনাতেও কোনও হতাহতের খবর নেই।দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিনা মেকআপেও জেল্লা

চলতি বছরের অন্যতম বিতর্কিত ছবি "দ্য কেরালা স্টোরি"-তে অভিনয় করার পর থেকেই অভিনেত্রী অদা শর্মাকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এক দিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়, অন্য দিকে তাঁকে নিয়ে দর্শকের উতাহও বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।

অভিনেত্রী কী পছন্দ করেন, তাঁর জেল্লাদার ত্বকের রহস্য কী, এই সব কিছু নিয়েই এখন আগ্রহ প্রকাশ করছেন সবাই। সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে অদা জানিয়েছেন, একটা সময় নিজের রূপ নিয়ে খোঁটা শুনতে হয়েছিল তাকে। নাক সুন্দর করার জন্য নাকের অস্ত্রোপচার করিয়ে নেওয়ার উপদেশও শুনতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। এখন অভিনেত্রীর সৌন্দর্য রহস্য জানতেই আগ্রহ সমগ্র দেশবাসী! কিন্তু অদার এই জেল্লার রহস্য কী? ঠিক কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেন তিনি? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

জল পান শরীর হাইড্রেট রাখতে সারা দিনে প্রচুর জল পান করেন অদা। পর্যাপ্ত জল পানে শরীরে জলের ঘাটতি হয় না, পাশাপাশি শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। ফলে ত্বক থাকে তরতাজা এবং জেল্লাও হয় দেখার মতো। ত্বকে আর্দতার অভাব হয় না।

ত্বক পরিষ্কার রাখেন রাতে শুতে যাওয়ার আগে নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করেন অভিনেত্রী। ত্বকে লেগে থাকা ধুলো-ময়লা, মেকআপ পরিষ্কারের জন্য একটি ক্লিনজিং রুটিন ফলো করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী মাইল্ড ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন। তার পর টোনার ব্যবহার করেন তিনি। ময়েশ্চারাইজিং ত্বকের শুষ্ক-রুক্ষভাব দূরে রাখার জন্যে তিনি নিয়মিত ময়েশ্চরাইজ করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী একটি ভাল মানের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন অভিনেত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা বছরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাইলেই ত্বকের নানা সমস্যার সমাধান হতে পারে। সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন

সূর্যের ক্ষতিকারক ডব্ধারশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য বারো মাস সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন অদা। ঘর থেকে বেরোনোর আগে তিনি সর্বদা সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন অভিনেত্রী।

ত্বক এক্সফোলিয়েট করা - ত্বকের উপর মরা চামড়ার আস্তরণ পড়ায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। এই কারণেই ত্বকের গভীর পর্যন্ত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য স্ক্রাব ব্যবহার করা খুবই জরুরি। স্ক্রাব ব্যবহার করার ফলে ত্বকের মৃত কোষ, ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইট হেডস দূর হয়ে ত্বক মসৃণ হয়। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সপ্তাহে এক বা দু'বার ত্বক এক্সফোলিয়েট করেন অভিনেত্রী। নিজের ত্বকের ধরন অনুযায়ী জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করেন তিনি।

চুলের যত্ন - চুলের যত্নে নিয়মিত তেল লাগান এবং মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করেন অদা। চুলে কখনই হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন না অভিনেত্রী। যতটা সম্ভব হাওয়ায় চুল শুকানোর চেষ্টা করেন তিনি। শরীরচর্চা সুস্থমসবলভাবে বাঁচতে গেলে নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শরীরচর্চা করলে ত্বকের জেল্লাও বাড়ে। অভিনেত্রী অদা শর্মাও কিন্তু এই বিষয়টি সব সময় গুরুত্ব দেন। নিজেকে ফিট এবং সুস্থ রাখতে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করেন তিনি। যোগব্যায়াম, নাচ এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সুস্থ রাখেন।

এই চিকেন কারিতে নেই ক্যালোরি

যাঁরা চিকেন খেতে ভালবাসেন, তাঁরা সবসময় নতুন পদের সন্ধানে থাকেন। কিন্তু ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে পিছু পা হয়ে যান। যদিও ওয়েট লসের ডায়েটে চিকেন থাকে। চিকেন হল প্রোটিনের ভরপুর উত। তাছাড়া এই খাবার ক্যালোরির পরিমাণ কম। এমনকী কার্বসও

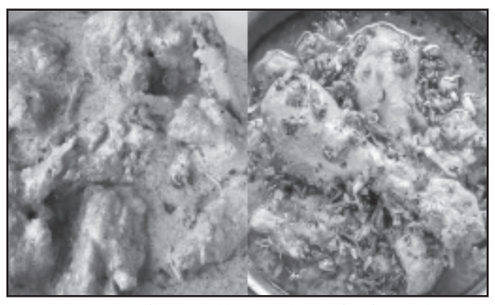

কম। কিন্তু যখনই আপনি মুখরোচক উপায়ে চিকেন রান্না করে খান, তখনই ক্যালোরির পরিমাণ বেড়ে যায়।

তাই চিকেনের এমন রেসিপি জানতে হবে, যা খেলেও আপনার ওজন বাড়বে না। এমনই ২টি রেসিপির খোঁজ রইল আপনার জন্য।

দই চিকেন

দই চিকেন তৈরি করার জন্য প্রয়োজন ৩ কাপ টক দই নিন। এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো, রসুন বাটা, গরম মশলা, হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়র নিন। এবার এই দই মিশিয়ে দিন ১/২ কেজি চিকেনে। এতে কাঁচা লঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন।

আধ ঘণ্টা পর কড়াইতে তেল গরম করুন। এর মধ্যে ২টো পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম হওয়া অবধি ভাল করে ভেজে নিন। এর অল্প নুন মিশিয়ে দিন, এতে পেঁয়াজ দ্রুত ভাজা হয়ে যাবে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে টমেটো মিশিয়ে দিন। মশলা ভাল করে কষা হয়ে গেলে এবার এতে ম্যারিনেট করা মাংসটা ঢেলে দিন। পরিমাণমতো নুন মিশিয়ে দিন। মাংস ভাল করে কষে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলেই তৈরি টক দই। উপর দিয়ে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন টক দই।

বাটার চিকেন

কড়াইতে তেল গরম করুন। এতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ ফোড়ন দিন। এবার এতে রসুন বাটা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ বাদামী হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার পেঁয়াজ ভাজার সঙ্গে টমেটো ও টক দই মিশিয়ে মিক্সিতে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার কড়াইতে এক পলা তেল গরম করুন। এবার এতে কাঁচা চিকেন দিয়ে ভাল করে ভাজতে থাকুন। মাংসটা অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে এলে এবার এতে পেঁয়াজ বাটার মিশ্রণটা মিশিয়ে দিন। এবার এতে স্বাদমতো নুন, লাল লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, হলুদ ও কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে দিন। মাংসটা ভাল করে কষতে থাকুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে উপর দিয়ে অল্প মাখন ও ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। তৈরি বাটার চিকেন।

বলিরেখা রুখতে রাতে বিশেষ যত্ন নিন ত্বকের

বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরে, মুখে ফুটে ওঠে বলিরেখা। কিন্তু বয়সের আগেই যদি বার্ধক্যের লক্ষণগুলো জোরাল হতে শুরু করে, তাহলে আপনার নড়েচড়ে বসা উচিত। চোখে-মুখেই প্রথমে বয়সের ছাপ পড়ে। চোখের কোণ জুড়ে কালি চওড়া হতে থাকে। কপালে দেখা দেয় বলিরেখা। এমনকী গালের চামড়া ঝুলে পড়ে এবং গলাতেও বলিরেখা দেখা দেয়।

এগুলো বয়সের আগেই যদি দেখা দিতে শুরু করে, তাহলে জানবেন আপনার স্কিন কেয়ার ও লাইফস্টাইলে গলদ রয়েছে। বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করতে গেলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং সঠিক স্কিন কেয়ার রুটিন মেনে চলতে হবে। আর প্রয়োজন চাপমুক্ত জীবন। স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল নাইট ক্রিম। যেমন রাতে ঘুম ভাল না হলে ত্বকের সমস্যা বাড়বে, তেমনই সঠিক নাইট ক্রিম বাছাইও ভীষণ জরুরি। সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ বাজারচলতি নাইটক্রিমের উপর ভরসা রাখেন। কিন্তু সেসব নাইট ক্রিমের দাম আকাশছোঁয়া। অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। তাহলে কি নাইট ক্রিম ব্যবহার করবেন না? একদম নয়। বরং, নাইট ক্রিম বানিয়ে নিন বাড়িতে। তাও কোনও খরচ অনুযায়ী। কীভাবে নাইট ক্রিম বাড়িতে বানাবেন, রইল টিপস।

১) অ্যালোভেরা জেল নাইট ক্রিম

অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে অ্যান্টি ব্যাক টেরিয়াল, অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে প্রদাহের হাত থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। ত্বকের সমস্যা এড়াতে এবং বার্ধক্যকে রুখতে আপনি রাতে মুখে অ্যালোভেরা জেল মাখতে পারেন। এছাড়া অ্যালোভেরা জেলের কার্যকারিতা বাড়াতে বানিয়ে নিতে পারেন নাইট ক্রিম।

২-৩ চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১-২ চামচ গোলাপ জল, ১ চামচ আমন্ড অয়েল এবং ৭-৮ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিন। একটি কাচের পাত্রে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে গোলাপ জল ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর একে-একে আমন্ড অয়েল ও ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিলেই তৈরি নাইট ক্রিম। এবার এই নাইট ক্রিম ফ্রিজে রেখে দিন।

২) গোলাপ জল ও কোকো বাটার ক্রিম

রোজের জীবনযাত্রায় গোলাপ জল অনেকেই ব্যবহার করেন। এবার গোলাপ জলকে নাইট ক্রিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন কোকো বাটার, মধু ও আমন্ড অয়েল। এই মিশ্রণটা বানিয়ে নিয়ে অবশ্যই ফ্রিজে রাখবেন। এই নাইট ক্রিমও আপনাকে ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করবে।

বয়স বাড়তেই মুখে স্পষ্ট বলিরেখা

উজ্জ্বল ও নিখুঁত ত্বকের জন্য হাজার টাকা খরচ করতেও রাজি থাকেন তরুণীরা। কিন্তু ৩০-এর কোঠা পার করার পরই চোখে-মুখে দেখা যায় বার্ধক্যের চাপ। সময়ের সঙ্গে ত্বকেরও বয়স বাড়ে। তাই চোখের কোণে চামড়া কুঁচকে যায়। কপালে জোরাল হতে থাকে বলিরেখা। এই লক্ষণগুলোই জানান দেয় যে, আপনার ত্বকের একটু বেশি যত্ন নিতে হবে।

আর এই যত্ন নিতে গিয়ে অনেকেই নামীদামি ক্রিম বেছে নেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্র্যান্ডেড ক্রিমের পিছনে খরচ না করে, ঘরোয়া প্রতিকারের উপর ভরসা রাখতে। ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার নতুন বিষয় নয়। কিন্তু যখন কথা হচ্ছে, অ্যান্টি-এজিং স্কিন কেয়ার নিয়ে, সেখানে কী ব্যবহার করলে সেরা ফল মিলবে, তা অনেকেরই অজানা। বিশেষজ্ঞদের মতে, টক দই দিয়ে ত্বকের যত্ন নিলে বার্ধক্যকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন।

গরমে টক দই স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। একইভাবে, ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধেও সাহায্য করে টক দই। টক দইয়ের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। এই উপাদান ওপেন পোরসের সমস্যা দূর করে এবং বলিরেখা ও সূক্ষ্মরেখা প্রতিরোধ করে। তাছাড়া টক দইয়ের মধ্যে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে। এতে ত্বকের উপর জমে থাকা মরা কোষ দূর করে দেয়। তাই টক দই মাখলে আপনি ত্বকের জেল্লাও ধরে রাখতে পারবেন।

ত্বকের বার্ধক্য মানে শুধু যে বলিরেখা, দাগছোপ তা নয়। ত্বকের বয়স বাড়লে প্রদাহও বাড়তে থাকে। আর এই প্রদাহ কমাতে ব্র্যান্ডেড ক্রিম খুব বেশি কার্যকর হয় না। কিন্তু টক দই মাখলে আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে নিমেষে। টক দইয়ের মধ্যে জিঙ্ক রয়েছে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি টক দই ব্রণ উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। এছাড়া ত্বকের আর্দতা বজায় রাখে টক দই।

ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে যে ভাবে টক দই ব্যবহার করবেন-

১) এক চামচ টক দই নিন। এতে মধু মিশিয়ে নিয়ে ত্বকের উপর ভাল করে লাগিয়ে নিন। ১০-১৫ মিনিট রাখুন। তারপর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই উপায়ে সহজেই আপনি ত্বকের প্রদাহ কমাতে পারবেন এবং ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে পারবেন।

২) ত্বকের সমস্যা প্রদাহ ও বার্ধক্যের লক্ষণগুলো কমাতে টক দইয়ের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই উপায়ে মুখে টক দই মাখলে আপনি সহজে ট্যানও দূর করতে পারবেন। এই ফেসপ্যাক আপনাকে এনে দেবে কোমল ত্বক।

চুলে তেল মালিশ করুন, চুল ওঠা কমবে, লম্বাও হবে দ্রুত

চুলের হাল ফেরাতে শ্যাম্পু, সিরাম, কন্ডিশনার, হেয়ার মাস্ক, আরও কত কিই না আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তারপরেও চুলের সমস্যা যেতেই চায় না কিছুতে। আসলে চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে চুলকে পুষ্টি দেওয়াটা খুব জরুরি। তার জন্য বিভিন্ন প্রোডাক্ট ব্যবহারের পাশাপাশি চুলে তেল মাখারও দরকার আছে।

৫টি সেরা চুলের তেল যা গ্রীষ্মের জন্য উপযুক্ত -শুষ্ক চুলে প্রাণ ফেরানো, চুল পড়া ও ডগা ফাটা রোধ, চুলের গোড়া মজবুত করা, সবেতেই তেলের জুড়ি মেলা ভার। অনেকেরই ধারণা, গরমের সময় চুলে তেল দিলে মাথার তালু এবং চুল আরও চিটচিটে হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। চুলে পুষ্টি যোগাতে গরমের দিনেও তেল ম্যাসাজ করা জরুরি। নাহলে চুলের বারোটা বাজতে বেশি সময় লাগবে না। দেখে নিন, গরমের দিনে কোন কোন তেল চুলে ব্যবহার করতে পারবেন।

আমন্ড অয়েল - চুল পড়া কমাতে আমন্ড অয়েলের জুড়ি মেলা ভার। ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর আমন্ড অয়েল চুলে পুষ্টি যোগায়, চুলের গোড়া মজবুত করে, শুষ্কভাব কমায়, চুল ফাটা রোধ করে। নিয়মিত আমন্ড অয়েল ব্যবহারে চুলের বৃদ্ধি হয় এবং আরও ঘন হয়।

জোজোবা তেল - গরমে চুলের যত্নে সবচেয়ে সেরা জোজোবা অয়েল! চুলে ও স্ক্যাল্পে পুষ্টি যোগায় এই তেল। মাথায় অতিরিক্ত তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। স্ক্যাল্প সুস্থ রাখে এবং স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

নারকেল তেল - নারকেল তেল সবসময়ই চুলের জন্য সেরা। চুলের বিভিন্ন সমস্যা নিমেষেই নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে এই তেল। চুলে পুষ্টি যোগায়, গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায়, খুশকি ও শুষ্কভাব রোধ করে, চুল ময়েশ্চারাইজ করে।

অ্যাভোকাডো তেল - অ্যাভোকাডো তেলে রয়েছে ভিটামিন এ, বি, ডি এবং ই এর মতো অনেক পুষ্টি উপাদান। এই গরমে ঘাম জমে মাথার ত্বকে সংক্রমণ দেখা দেয়। স্ক্যাল্পের সংক্রমণ কমাতে অত্যন্ত উপকারী এই তেল। চুলের আগা ফাটার সমস্যা দূর করতেও অ্যাভোকাডো তেলের জুড়ি মেলা ভার।

অলিভ অয়েল - অলিভ অয়েল অন্যান্য তেলের মতো ঘন নয়, খুবই হালকা। তাই সহজেই মাথার ত্বকে মিশে যায় এবং চুল চটচটও করে না। চুলের আর্দতা বজায় রাখতে, খুশকি দূর করতে অলিভ অয়েল খুব উপকারী। এ ছাড়াও, চুলের রুক্ষ-শুষ্কভাব দূর করে এবং ডগা ফাটা রোধ করে এই তেল।

আর্গান তেল - আর্গান তেলে রয়েছে ভিটামিন ই এবং ফ্যাটি অ্যাসিড। যা চুল ভাল রাখতে সাহায্য করে, চুলে পুষ্টি যোগায় এবং জেল্লা বাড়ায়। অন্য তেলের তুলনায় আর্গন অয়েল বেশ হালকা। গরমে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ তেল এটি।

প্রাকৃতিক উপাদানে বলিরেখা উধাও হবে

সময়ের সঙ্গে বার্ধক্য আসে দেহে। তখন তার ছাপ পড়ে চোখে-মুখেও। চাইলেও আপনি কোনওভাবেই বার্ধক্যকে আটকাতে পারবেন না। কিন্তু সময়ের আগে যাতে বলিরেখা জোরাল না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আর এই কাজটা শুরু করতে হবে স্কিন কেয়ার দিয়ে। সাধারণত ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে স্কিন কেয়ার রুটিন।

কিন্তু বলিরেখা, দাগছোপ এড়াতে গেলে প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যও নিতে হবে। প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বক মালিশ করতে হবে, যাতে আপনার ত্বক দেখায় সতেজ ও যৌবনে ভরপুর। কিন্তু এই ত্বকের বার্ধক্য রুখতে কোন কাকে বেছে নেবেন বুঝতে পারছেন না? রইল ৩ প্রাকৃতিক উপাদানের খোঁজ।

জোজোবা অয়েল- জোজোবা অয়েল ত্বক ও চুলের জন্য দারুণ উপকারী। এই তেল তৈরি হয় এক ধরনের আমেরিকান বাদাম থেকে। রাতে ঘুমনোর আগে কয়েক ফোঁটা জোজোবা অয়েল নিয়ে ত্বকে মালিশ করতে পারেন। এটি ত্বক পরিষ্কার করে, ত্বকের আর্দভাব বজায় রাখে এবং মুখ থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে। জোজোবা অয়েল ত্বকের উপর প্রতিরক্ষামূলক স্তর গঠন করে, যাতে দূষণের জেরে আপনার ত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়। এটি ব্রণ ও শুষ্ক ত্বকের সমস্যাকে দূরে রাখে। এই তেল আপনি চুল ও নখেও ব্যবহার করতে পারেন।

বেদানা- বেদানা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমায় এবং ফ্রি র‍্যাডিকেলের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং ত্বকের বার্ধক্যকে রুখে রাখে। বলিরেখা মুক্ত ত্বক পেতে চাইলে বেদানার রস মুখে মাখতে পারেন। বেদানার রসের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের প্রদাহ কমায়। পাশাপাশি বেদানার রস ত্বকের কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকেও বাঁচায়। এতে বাড়ে ত্বকের আয়ু। বেদানার রস দিয়ে ফেসপ্যাক, স্ক্রাব বানিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। গ্রিন টি- গ্রিন টিয়ের মধ্যে 'মিরাকেল' উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধে সাহায্য করে। গ্রিন টিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টই ক্যানসার প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ওজন কমানো ও সুন্দর ত্বক গঠনে সাহায্য করে। দিনে ৩-৪ কাপ গ্রিন টি পান করলে এসব উপকারিতা পাবেন। এছাড়াও গ্রিন টিয়ের ব্যাগ চোখের উপর রাখতে পারেন। এতে চোখের কালি উধাও হবে। পাশাপাশি গ্রিন টিয়ের তৈরি ফেসপ্যাক, টোনার ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

ত্বকের হরেক মুশকিল আসান করবে টক দই

একদিকে সংসারের কাজ, অন্যদিকে অফিস। সারা দিন ঘরে-বাইরের কাজ সামলাতে গিয়ে নিজের যত্ন নেওয়ার ফুরসত মেলে না। কাজেই আলাদাভাবে ত্বকের পরিচর্যা করারও প্রশ্ন ওঠে না। দিনের পর দিন এ ভাবে অবহেলার কারণে ব্রণ, ট্যান, ব্যাশ, লালচেভাব, কালচে দাগছোপের মতো নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ঘাটতি পড়ে।

ত্বকের এই সব সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে টক দই। ব্রণ থেকে দাগছোপ, যে কোনও সমস্যায় দারুণ উপকারী দই। টক দইয়ের প্যাক মাখলেই, ত্বকের একগুচ্ছ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন একসঙ্গে।

দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের মরা চামড়া অপসারণ করে। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ ত্বকে ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমায়। এ ছাড়াও, দই জিঙ্ক সমৃদ্ধ, যা ত্বকে তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রদাহ কমায়। দই ব্যবহারে ত্বক হাইড্রেট থাকে এবং জেল্লা বাড়ে। দেখে নিন, গরমে ত্বকের পরিচর্যায় টক দই কী ভাবে ব্যবহার করবেন।

দইয়ের ফেস মাস্ক

এক টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পরে হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস মাস্ক ত্বককে হাইড্রেট করে, ত্বকের প্রদাহ কমায়।

দই এবং ওটমিল বডি স্ক্রাব

টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিল মিশিয়ে নিন। স্নানের সময় এটি বডি স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করুন। এই স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোষ দূর করবে। ফলে দেহের ত্বক আরও নরম ও মসৃণ হয়ে উঠবে।

দই এবং শসা আই মাস্ক

শসা গ্রেটকরে এক টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চোখের নীচের অংশে দই-শসার মিশ্রণটি লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখুন। এতে চোখের ফোলাভাব এবং কালো দাগছোপ কমবে।

রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ, সুগার বাড়বেই না

ক্রিস্পি, চটপটা খাবার খেতে কে না ভালবাসেন! ঘি, মাখন এসব ছাড়া যেন মুখেই রোচে না খাবার। কিন্তু এই তেলে ভর্তি, ঘিয়ে চ্যাপচ্যাপে খাবার যে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, তা সকলেই জানেন। তার উপর আজকালকার দিনে ডায়াবেটিসের মতো রোগ ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছে। রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাসা বাঁধছে আরও নানা সমস্যা। তবে অতিরিক্ত চিন্তার কিছু নেই! নিয়ম মেনে চললে আর নির্দিষ্ট কিছু খাবার খেলেই সামলে নেওয়া যেতে পারে রক্তে সুগারের মাত্রাকে। রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে শরীরে কি ধরণের সমস্যা হয়, তা সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি জানি। কিন্তু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সমস্যাটি হল, ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ, শরীরচর্চা এবং খাওয়া-দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে বটে, কিন্তু ডায়াবেটিসের সমস্যাকে কখনওই পুরোপুরি ভাবে নিরাময় করা সম্ভব হয় না। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবেটিস মানেই খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ, ইনসুলিন ইঞ্জেকশন। সবসময়েই রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরোয়া উপায়ে সুগারকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আয়ুর্বেদে বলে সুগার বা মধুমেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে কাঁচা হলুদ হল মহৌষধ। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে সুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ, আখের গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান। এতে রক্তে শর্করা যেমন নিয়ন্ত্রণে থাকবে তেমনই ক্যানসারের ঝুঁকিও কমবে।

কালোজিরেও ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে। কালোজিরেতে পটাশিয়াম, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল রয়েছে। এর পাশাপাশি এতে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, অ্যামাইনো অ্যাসিড আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্যকে অনেকটাই ভাল রাখে। এ ছাড়াও কালোজিরে হজম শক্তিকেও বাড়িয়ে তোলে।

বৃহস্পতিবার সিদ্ধি আশ্রমে ব্লুমিং লিটল লার্নার্স স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের উপস্থিতিতে ছোট শিশুদের নৃত্য পরিবেশনা। ছবি নিজস্ব

ফ্লাইট বাতিলের ধাক্কার পর স্বস্তির বার্তা, 'সবচেয়ে খারাপ সময় পেরিয়ে গেছি'ইন্ডিগো কর্মীদের চিঠিতে সিইও পিটার এলবার্স

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: টানা কয়েকদিনের ব্যাপক ফ্লাইট বাতিল ও যাত্রী ভোগান্তির পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানাল ইন্ডিগো। সংস্থার সিইও পিটার এলবার্স কর্মীদের উদ্দেশে এক চিঠিতে জানিয়েছেন, "সবচেয়ে খারাপ সময় আমাদের পেছনে পড়ে গেছে।" বর্তমানে সংস্থাটি দৈনিক প্রায় ২,২০০টি ফ্লাইট পরিচালনা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

অপারেশন স্বাভাবিক হওয়ার পর জারি করা ওই চিঠিতে এলবার্স বলেন, এই পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে কর্মীদের দলগত কাজ ও অপারেশনাল শৃঙ্খলার জন্য। তিনি লেখেন, "এই সংকটের সময় আমরা একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি। পাইলট, কেবিন ক্রু, বিমানবন্দর কর্মী, অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার, কাস্টমার সার্ভিস ও সমস্ত সহায়তাকারী বিভাগকে ধন্যবাদ।"

এলবার্স জানান, গত ৯ ডিসেম্বরই কর্মীদের জানানো হয়েছিল যে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে। এরপরই ধাপে ধাপে ফ্লাইট সূচি পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। আগামী দিনে সংস্থার তাৎক্ষণিক নজর থাকবে তিনটি বিষয়েসহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স), সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ (রুট কজ অ্যানালিসিস) এবং পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন।

ফ্লাইট বাতিলের কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটি কোনও একটি ত্রুটির ফল নয়, বরং একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রভাব।" কর্মীদের তিনি গুজব বা জল্পনায় না জড়িয়ে শান্ত থাকার এবং নিজেদের দায়িত্বে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

ইন্ডিগোর বোর্ড একটি স্বাধীন বিমান পরিবহণ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান এলবার্স। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য বড় বিমান সংস্থাতেও এ ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিয়ে ইন্ডিগো তার ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে।

সিইও-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব বিভিন্ন স্টেশনে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন, সমস্যার অভিজ্ঞতা শুনবেন এবং মতামত নেবেন বলেও জানানো হয়েছে। এলবার্স বলেন, তদন্তের রিপোর্ট ও কর্মীদের মতামত মিলিয়েই ভবিষ্যতের জন্য সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ৩ থেকে ৫ ডিসেম্বরএই তিন দিনের বিপর্যয় যেন ১৯ বছরে গড়ে ওঠা ইন্ডিগোর পরিচয়কে মুছে না দেয়। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে ইন্ডিগোর প্রায় ৬৫ হাজার কর্মী রয়েছে এবং সংস্থাটি এখনও পর্যন্ত ৮৫০ মিলিয়নের বেশি যাত্রী পরিবহণ করেছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ উড়ান রেকর্ড বজায় রেখেই।

উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর থেকে দেশজুড়ে ইন্ডিগোর শত শত ফ্লাইট বাতিল হয়, যার ফলে তীব্র যাত্রী ভোগান্তি তৈরি হয়। এই ঘটনায় অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন সিইও পিটার এলবার্স ও চিফ অপারেটিং অফিসার ইসিদ্রো পোরকেরাসকে নোটিস পাঠিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। এছাড়াও বিষয়টি সংসদীয় নজরদারির মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিক বিমান চলাচল বিপর্যয় নিয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটির সামনে ইন্ডিগো ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার বক্তব্যকে "এড়িয়ে যাওয়া ও অসন্তোষজনক" বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

ভারত—সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ভিসা মওকুফ চুক্তি স্বাক্ষর

রিয়াদ, ১৮ ডিসেম্বর: সরকারি সফর সহজ করা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ভারত ও সৌদি আরব একটি দ্বিপাক্ষিক ভিসা মওকুফ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রিয়াদে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষে সৌদি আরবে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুহেল আজাজ খান এবং সৌদি আরবের বিদেশ মন্ত্রকের প্রোটোকল বিষয়ক উপমন্ত্রী আবদুলমাজিদ বিন রাশেদ আলসমারি চুক্তিতে সই করেন।

এই চুক্তির আওতায় উভয় দেশের কূটনৈতিক, বিশেষ ও সরকারি পাসপোর্টধারীদের জন্য স্বল্পমেয়াদি সফরে ভিসার প্রয়োজনীয়তা থেকে পারস্পরিক ছাড় দেওয়া হবে। সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান বিন আবদুল্লাহর পক্ষে আলসমারি রিয়াদে বিদেশ মন্ত্রকের সদর দফতরে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সৌদি আরবে ভারতীয় দূতাবাস সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ভারত—সৌদি আরব কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করা। দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই চুক্তি সরকারি সফর সহজ করবে এবং ভারত—সৌদি আরব কৌশলগত অংশীদারিত্ব পরিষদের আওতায় দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান বাড়াতে সহায়তা করবে।"

ভিসা মওকুফ চুক্তির ফলে দুই দেশের সরকারি আধিকারিকদের যাতায়াত আরও সহজ হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামোর অধীনে সম্পর্ক নতুন গতি পাবে।

ল্যান্ডিং গিয়ার ত্রুটির জেরে কোচিতে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের জরুরি অবতরণ

কোচি, ১৯ ডিসেম্বর: ল্যান্ডিং গিয়ার ও টায়ার সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে জেদ্দা থেকে কোঝিকোড়গামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি বিমানের কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই বিমানে মোট ১৬০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কোচিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ফ্লাইট আইএক্স—৩৯৮ (জেদ্দা---কোঝিকোড়) ডান দিকের প্রধান ল্যান্ডিং গিয়ার ও টায়ারের সমস্যার কারণে কোঝিকোড়ের পরিবর্তে কোচিতে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ জরুরি পরিস্থিতি জারি রেখে সকাল ৯টা ৭ মিনিটে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে। আগাম সমস্ত জরুরি পরিষেবা সক্রিয় করা হয়েছিল এবং যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের কারও কোনও আঘাত লাগেনি।

সিআইএল-এর মুখপাত্র জানান, অবতরণের পর পরীক্ষা করে দেখা যায় বিমানের ডান দিকের দু'টি টায়ারই ফেটে গিয়েছিল। তবে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং পরবর্তী সময়ে রানওয়ে পরিষ্কার করে বিমান চলাচলের জন্য আবার খুলে দেওয়া হয়।ঘটনায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হওয়ায় যাত্রী ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ স্বস্তি প্রকাশ করেছে।

দিল্লিতে কার্যকর 'নো পিইউসি, নো ফুয়েল' নীতি, বিএস—৬-এর নিচের গাড়ির প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ নিল দিল্লি প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে জাতীয় রাজধানীতে কার্যকর হল 'নো পিইউসি, নো ফুয়েল' নীতি এবং বিএস—৬ নির্গমন মানের নিচে থাকা অ---দিল্লির ব্যক্তিগত যানবাহনের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। একই দিনে দিল্লি—এনসিআর জুড়ে ঘন কুয়াশার দাপটে দৃশ্যমানতা মারাত্মকভাবে কমে যায়, যার ফলে বিমান চলাচল, সড়ক পরিবহণসহ বিভিন্ন পরিবহণ পরিষেবা ব্যাহত হয়।

এই কড়াকড়ি এমন এক দিনে কার্যকর হল, যেদিন লোকসভায় বহু প্রতীক্ষিত বায়ুদূষণ সংকট নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। বিধি ১৯৩-এর অধীনে নির্ধারিত এই আলোচনায় অংশ নেবেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, বিজেপি সাংসদ বনসুরি স্বরাজ ও নিশিকান্ত দুবে এবং সমাজবাদী পার্টির ডিম্পল যাদবসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তা।

নতুন ব্যবস্থার আওতায় দিল্লির সমস্ত পেট্রোল পাম্পে বৈধ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শংসাপত্র না থাকা যানবাহনে জ্বালানি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতি কার্যকর করতে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট শনাক্তকারী ক্যামেরা, পেট্রোল পাম্পে ভয়েস অ্যালার্ট সিস্টেম এবং দিল্লি পুলিশের সহায়তা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মোট ১২৬টি চেকপোস্টে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রবেশপথও রয়েছে, প্রায় ৫৮০ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিমগুলিকেও পেট্রোল পাম্প ও সীমান্ত এলাকায় রাখা হয়েছে, যাতে নিয়ম ভাঙলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

তবে এই নিষেধাজ্ঞা সিএনজি ও বিদ্যুৎচালিত যানবাহন, গণপরিবহণ, অত্যাবশ্যক পণ্য পরিবহণকারী যান এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এছাড়া নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী যানবাহনের শহরে প্রবেশও বর্তমানে চালু থাকা কঠোর গ্র্যাপ—৪ বিধিনিষেধের আওতায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দুই দিন আগেই দিল্লি সরকার দূষণ রুখতে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা করেছিল। সেই অনুযায়ী, বৈধ বা হালনাগাদ পিইউসি সার্টিফিকেট না থাকলে পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি না দেওয়া এবং বিএস—৬ মানের নিচে থাকা অ—দিল্লির যানবাহনের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মঞ্জিন্দর সিং সর্সা আগেই জানিয়েছিলেন, ১৮ ডিসেম্বর থেকে পিইউসি সার্টিফিকেট ছাড়া বা মেয়াদোত্তীর্ণ পিইউসি থাকা যানবাহনকে জ্বালানি সরবরাহ করা হবে না এবং ক্যামেরা-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ম মানা হচ্ছে কি না তা নজরদারি করা হবে।

PUBLIC NOTICE

আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (AMC) এর উদ্যোগে গণরাজ চৌমুহনী হইতে কাটাখাল via লাল বাহাদুর চৌমুহনী এবং ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকায় **বৃষ্টির জল নিকাশী ব্যবস্থার জন্য পাইপলাইন-এর কাজ গত ১৬/১২/২০২৫ ইং থেকে শুরু করা হয়েছে এবং আগামী ০১ (এক) মাস পর্যন্ত তার কাজ চলবে।**

উক্ত সময়কালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান চলাচলে আংশিক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। নাগরিক ও পথচারীদের কাছে অনুরোধ, নির্ধারিত ট্রাফিক নির্দেশাবলী মেনে চলুন এবং কাজের সুচারু সম্পাদনে সহযোগিতা করুন। আপনাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত এবং আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

sd/-
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/PNIeT/EE/PWD (G)/(R&B)/GNT/2025-26, Dt. 09-12-2025.

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of. Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/ MES/ Railway for the following work through e-procurement portal: 1. Name of Work: Construction of 1 (one) no CD (2.00 x 3.00 m) on Gonda Twisa-Amarpur road at
ch. 6.50 km under Gonda Twisa Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2025-26.
DNIeT No.: 28 /DNIeT/EE/PWD (G)/(R&B)/GNT/2025-26
Estimated Cost: Rs. 24, 10, 117.00
Earnest Money: Rs. 48, 202.00
Bid Fee: Rs. 1000.00
Time for Completion: 60 (Sixty) Days
Last date & time for online Bidding: 19-12-2025 up to 1500 Hrs.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C-3503/25

(Er. I. Debbarma)
Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-58/EE/RD/KGT/ DIV/TEN/ 2025-26 Dated 17/12/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. on 24/12/2025 for 01 (one) nos works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een 1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3500/25

Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, District

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মাহিলার নাম শ্রীমতি কামনা ত্রিপুরা, বয়স ৩১ বৎসর, স্বামী- শ্রী অমৃতা ত্রিপুরা, ঠিকানা-মায়া কুমার পাড়া, থানা- রাইশ্যাবাড়ী, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ- ফর্সা,উচ্চতাঃ-৪.২" ফুট, পরনে- সাদা রঙ্গের সালওয়ার কামিজ রয়েছে, উক্ত মাহিলা গত ০৭/১২/২০২৫ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খুঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে রাইশ্যাবাড়ী থানায় গত ১০/১২/২০২৫ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৯। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মাহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দূরাভাষ নম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

ICA/D-1566/25

পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা,আমবাসা

কালাঝারি উৎসব — ২০২৫

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০ ডিসেম্বর, ২০২৫, সকাল ১০.০০ঘটিকা।

উদ্যোক্তা ঃ- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মহকুমা প্রশাসন, অমরপুর গোমতী জেলা।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন-

উদ্বোধক : শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, পর্যটন, পরিবহণ, খাদ্য, জন সংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
প্রধান অতিথি : শ্রীমতি ডলি রিয়া, মাননীয়া কার্যনির্বাহী সদস্যা, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর, টি.টি.এ.এ.ডি.সি।
সম্মানিত অতিথি : শ্রী রঞ্জিত দাস, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রী পাঠান লাল জমাতিয়া, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
বিশেষ অতিথি : শ্রীমতি সুচিত্রা দাস, মাননীয়া চেয়ারম্যান, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি।
শ্রী বিকাশ সাহা, মাননীয় চেয়ারপার্সন, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত।
শ্রী চন্দ্র জয় রিয়াং, মাননীয় চেয়ারম্যান, পি.ভি.টি.জি, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলা।
শ্রী রিংকু লাথার, আই.এ.এস, জেলা শাসক ও সমাহর্তা, গোমতী জেলা।
শ্রী সুভাষ আচার্য্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা, গোমতী জেলা।
শ্রী অজয় দে, সহ-অধিকর্তা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যালয়, গোমতী জেলা।
শ্রী শান্তি রায় রিয়াং, সভাপতি, বি.এস.সি.ও, ত্রিপুরা।
শ্রী রবিন্দ্র রিয়াং, সহ-সভাপতি, বি.এস.সি.ও, ত্রিপুরা।
শ্রী দেবরাম রিয়াং (রায়), সমাজপতি।
সভাপতি : শ্রী রবিত্র জমাতিয়া
মাননীয় চেয়াম্যান, অমরপুর বি.এ.সি।

আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের উপস্থিতিতে নন্দিত হয়ে উঠুক।

ধন্যবাদান্তে
অনুপম চক্রবর্তী, টি.সি.এস।
মহকুমা শাসক
অমরপুর, গোমতী জেলা।

ICA/D-1562/25

দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে আপ সরকারকে তীব্র আক্রমণ পারভেশ সাহিব সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: জাতীয় রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ নিয়ে প্রাক্তন আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন দিল্লির মন্ত্রী পারভেশ সাহিব সিং। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, গত ১১ বছরে দিল্লির বায়ুদূষণ রোধে আপ সরকার কার্যত কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। মন্ত্রী পারভেশ সাহিব সিং বলেন, দিল্লিতে বায়ুদূষণের সমস্যা শুধু চার বা ছয় মাসে সমাধান করা সম্ভব নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা এবং বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে কমানো যাবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দিল্লিবাসীর উপর কোনও কঠোর নিয়ম বা শর্ত চাপিয়ে দিতে চায় না।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও অভিযোগ করেন, আম আদমি পার্টি শহরের আবর্জনার পাহাড় সরাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফুটপাত মেরামত, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যমুনা নদী পরিষ্কার এবং শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রেও আগের সরকার কোনও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি বলে দাবি করেন তিনি।

বর্তমান সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে পারভেশ সাহিব সিং বলেন, বায়ুদূষণ মোকাবিলায় সরকারের সমষ্টিগত চেতনাকে শক্তিশালীভাবে প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতেও শিল্পী ও সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

১৯২৫ সালে বর্তমান মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় জন্মগ্রহণ করেন রাম ভাঞ্জি সুতার। মুম্বইয়ের জে. জে. স্কুল অব আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার থেকে তিনি স্বর্ণপদক অর্জন করেন।সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে বসে থাকা মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি এবং ঘোড়ায় আরোহী ছত্রপতি শিবাজির ভাস্কর্য তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১৬ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। সম্প্রতি তাঁকে মহারাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাজ্য সম্মান 'মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার' প্রদান করা হয়।রাম ভাঞ্জি সুতারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, এই প্রয়াণ ভারতীয় শিল্পজগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। অমিত শাহ আরও জানান, অজন্তা ও ইলোরা গুহার ভাস্কর্য পুনরুদ্ধারে রাম সুতারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর সৃষ্টি করা ঐতিহাসিক ভাস্কর্যগুলি নতুন প্রজন্মের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ভারতীয় হাই কমিশন অভিমুখে মিছিল আটক, ঢাকার কূটনৈতিক এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে বুধবার ঢাকার কূটনৈতিক এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়, যখন 'জুলাই ঐক্য' নামে একটি গোষ্ঠীর ভারতীয় হাই কমিশন অভিমুখে মিছিলের চেষ্টা পুলিশ আটকে দেয়। গুলশানের ভারতীয় হাই কমিশনের দিকে এগোনোর ঘোষণা দিয়েছিল ওই গোষ্ঠী। বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ রামপুরা ব্রিজের কাছে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জমায়েত হয়ে মিছিল শুরু করে। তারা গত বছরের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগের অন্যান্য নেতাদের দেশে ফেরানোর দাবিতে স্লোগান তোলে।

বিকেল ৪টা নাগাদ মিছিলটি উত্তর বাড্ডায় পৌঁছলে পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে তাদের আটকায়। বিক্ষোভকারীরা প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগোলেও পরে আরও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মুখে পড়ে থেমে যায়। এরপর তারা রাস্তায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে, লাউডস্পিকারের মাধ্যমে বক্তব্য রাখে ও স্লোগান দেয়। এই ঘটনায় দেশের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার তৎপরতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, গুলশান ডিভিশন ও ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ডিভিশনের পুলিশকর্মীদের রামপুরা ব্রিজ, গুলশান-১-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কর্তৃপক্ষের দাবি, জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও কূটনৈতিক মিশনগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ভারত ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন ঘিরে নিরাপত্তা হুমকির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে নয়াদিল্লিতে তলব করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা ঘিরে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি যে ভ্রান্ত বয়ান তৈরির চেষ্টা করছে, ভারত তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পাশাপাশি, অন্তর্বর্তী সরকার এখনও পর্যন্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করেনি বা ভারতের সঙ্গে কোনও অর্থবহ প্রমাণ ভাগ করে নেয়নি বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং কূটনৈতিক স্থাপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন যে কোনও পদক্ষেপ রুখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রাম ভাঞ্জি সুতারের প্রয়াণ, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি/নোয়ডা, ১৮ ডিসেম্বর: খ্যাতনামা ভাস্কর রাম ভাঞ্জি সুতার আর নেই। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের নোয়ডায় নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই প্রখ্যাত শিল্পী।

রাম ভাঞ্জি সুতার বিশ্বে পরিচিত গুজরাটের কেভাডিয়ায় নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ মূর্তি 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-র রূপকার হিসেবে। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাম সুতার ছিলেন এক অসাধারণ ভাস্কর, যাঁর সৃজনশীল দক্ষতায় ভারত পেয়েছে একাধিক আইকনিক স্থাপনা। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর শিল্পকর্ম ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও

মেধা সকলেরই রয়েছে

● প্রথম পাতার পর

ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সরকারি ডেন্টাল কলেজের যাত্রা শুরু হয় ২০২৩ সালে। বর্তমান রাজ্য সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক সহযোগিতায় এই কলেজ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা উন্নত দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং রাজ্যবাসী উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিগত দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে বলেন, বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। এর আগে কোনও সরকার এত অল্প সময়ে এরকম কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমান মানুষের চাহিদা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সবকিছু বিচার করে রাজ্যের বর্তমান সরকার অতি অল্প সময়ে ডেন্টাল কলেজ শুরু করেছে। সারা দেশব্যাপী এই ডেন্টাল কলেজ আজ সমাদৃত। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটিতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বি.ডি.এস. কোর্সে পঠনপাঠন শুরু হয়। বর্তমানে আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৩টি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কাজেও সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুরোনো আই.জি.এম. হাসপাতালের সংস্কার করা হবে কিন্তু তার ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যকে রক্ষা করে। এই সংস্কার কাজ এবং নতুন ভবন নির্মাণ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং গর্বের দিন। তবে প্রতিষ্ঠানের গর্বকে ধরে রাখার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার রয়েছে। সবার গঠনমূলক কর্মসূচি এবং চিন্তাধারার মাধ্যমেই কলেজের মর্য্যাদা উচ্চতার শিখর অর্জন করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সবার মধ্যেই মেধা রয়েছে, সেই মেধাকে অধ্যাবসায়, পরিচর্য্যা, পরিশ্রম এবং চেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকের কাছে বৈষম্যের কোনও স্থান নেই, চিকিৎসা পরিষেবাকে সবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেবার মানসিকতা নিয়ে চলা প্রয়োজন। একজন চিকিৎসকের সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকারও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সুবিধাগুলি সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনি ব্যবস্থা সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে রাজ্য আগামীদিনে নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। রাজ্যের মানুষ বিগত দিনের তুলনায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছেন। বর্তমানে ত্রিপুরাতে প্রায় ৮২ শতাংশ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করছেন। যা উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিফলন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষা ডা. শালু রাই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা দেবাশ্রী দেববর্মা, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা এইচ. পি. শর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, রাজ্য স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডাইরেক্টর সাজু বাহিদ এ.। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ইনচার্জ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. পূজা দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বর্ষে সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী স্মারক উপহার এবং শংসাপত্র তুলে দেন। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের অধীনে পি.এম. ডিভাইন স্কিমে এই আধুনিক ডেন্টাল কলেজ তৈরি করা হবে। এরজন্য মোট ব্যয় হবে ২০২ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্লক নির্মাণের পাশাপাশি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বয়েজ ও গার্লস হোস্টেল গড়ে তোলা হবে। কলেজে ইউ.জি. ও পি.জি. ক্লিনিং, রেডিওলজি ইউনিট, ফার্মেসি, সেমিনার হল, অডিটোরিয়াম সহ আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব** অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্রমিক বিশ্বজিৎ বানিয়ালের

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে গিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি সরিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। ওই উদ্ধারকাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন শ্রমিক বিশ্বজিৎ বানিয়াল। শিশুটিকে উদ্ধার করার পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর প্রয়োগ করেন, যার ফলে শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরায় সচল হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে শিশুটি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এলাকাবাসী শ্রমিক বিশ্বজিৎ বানিয়ালের সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, সময়মতো দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ঘটনাটি আরও দুঃখজনক পরিণতি নিতে পারত।

রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জল

● প্রথম পাতার পর

বাকি তহবিল ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ব্যবহার করুন, যাতে পরবর্তী প্রকল্পে আমরা আরও বেশি তহবিল নিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারি।

মন্ত্রী আরও জানান, সরকার জাতীয় সড়কের পাশে জলাশয় তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি সেখানে সড়ক সংযোগ, শিশু পার্ক, খোলা জিম ও বৃক্ষরোপণও করা হবে। সভায় রাজ্যের আটটি জেলার সহ সভাধীপতিরা, দপ্তরের উচপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বামুটিয়ার তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগানে আরসিসি ড্রেইন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: বামুটিয়ার তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগান এলাকায় আরসিসি ড্রেইন নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় ৩০০ মিটার আরসিসি ড্রেইন নির্মাণের কথা থাকলেও বাস্তবে নির্মাণ হয়েছে মাত্র ৫০ মিটার।

ঘটনাটি বামুটিয়া ব্লকের অধীন উত্তর লক্ষীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগানে। সরকারি নথি ও তথ্যচিত্র অনুযায়ী, রাজু অধিকারীর বাড়ি থেকে খোকন তাঁতির বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ড্রেইন নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ ৪১ হাজার ১১৫ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে।

কমলপুরে চিমনি ভেঙে দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

গেছে, অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারগুলির জন্য প্রতি পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর আহতদের জন্যও এসডিআরএফ থেকে পৃথকভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

মোট আটজনকে এখনো পর্যন্ত এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫ জন মৃতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। দুইজন গুরুতর আহতকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এবং একজন সামান্য আহতকে ১৬ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, এই শোকের সময়ে রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবার ও আহতদের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে এবং ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তাও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শিশুকন্যা খুন, গভীররাতে

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গভীর রাতে অভিযুক্ত শিশুটির বাবা আশীষ দেবনাথকে তাদের বাড়ির পেছনের একটি জঙ্গল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সকালে ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শিশুটির মা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি অভিযোগ করেন, তার স্বামী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি শিশুকন্যাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তবে শ্বশুরবাড়ির লোকজন শিশুটিকে মানুষ করবে বলে তাকে আবার নিয়ে আসে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে শোক ও তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে

● প্রথম পাতার পর

এবং প্রায় দুই দশকের মধ্যে প্রথম। ফলে এই চুক্তি ওমানের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে এটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য বৈচিত্র্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দামছড়ায় অভিযান চালিয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রয়াত দেবকুমার রিয়াং-এর পুত্র এবং নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠন টিইউএনএফ-এর ক্যাডার বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেফতার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভাঙমুন থানার একটি মামলায় ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৬১(২)(এ), ১৪৮, ৩১০(৪) সহ ধারা ৪ ও ৫ অনুযায়ী অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে কর্নেজয় রিয়াংকে নিরাপত্তার স্বার্থে কাঞ্চনপুর থানায় রাখা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রসেনজিৎ কাণ্ড

● প্রথম পাতার পর

দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ সরকার মৃত্যুকাণ্ড ঘিরে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে পুলিশের এই সাফল্যকে আন্দোলনকারীরা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক বাকি দুই অভিযুক্তকে ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি মামলার তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে, যাতে এই মৃত্যুকাণ্ডের সমস্ত দিক উন্মোচিত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এদিকে, আজ অভিযুক্তদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত মামলার অভিযুক্তদের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ক্রীড়াঙ্গন

গোলোকপুর চা বাগানে অনুষ্ঠিত করেছে লক্ষ্মী গ্রুপ ত্রিপুরা জোন আন্তঃ চা বাগান মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট

আগরতলা।। লক্ষ্মী গ্রুপ এক দিবসীয় আন্তঃ বাগান মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট - দ্বিতীয় সংস্করণ (ত্রিপুরা জোন) ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ এ ত্রিপুরার উনাকোটি জেলার গোলোকপুর চা বাগান ফুটবল গ্রাউন্ডে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা চা বাগান সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলাদের খেলাধুলা এবং ক্ষমতায়নের প্রচারের দিকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে।বার্ষিক ক্রীড়া উদ্যোগ হিসাবে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের লক্ষ্য ত্রিপুরা জোনের অধীনে সংস্থার বিভিন্ন চা বাগানের মহিলা ফুটবলারদের মধ্যে টিমওয়ার্ক, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাসকে উতাহিত করা। এই বছরের সংস্করণে উতাহী অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা দেখা গেছে, যা এই অঞ্চলে মহিলা ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত করে।পিয়ারাচেরা টি এস্টেট, গোলোকপুর টি এস্টেট, মনু ভ্যালি টি এস্টেট এবং কালিশাসন টি এস্টেটের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলি বেশ কয়েকটি উতাহী এবং প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অংশ নিয়েছিল যা সারা দিন ধরে বিশাল এবং সমর্থনকারী দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল।চূড়ান্ত ম্যাচে, মনু ভ্যালি টি এস্টেট চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, একটি ঘনিষ্ঠ লড়াইয়ের প্রতিযোগিতায় কালিশাসন টি এস্টেটকে ২-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। টুর্নামেন্টে প্রশংসনীয় পারফরম্যান্সের পর রানারআপের জায়গা নিশ্চিত করেছে কালিশাসন টি এস্টেট।পুরস্কার ও পদক বিতরণ অনুষ্ঠান উষ্ণ ও মর্য্যাদার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভদের স্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে খেলোয়াড়দের ট্রফি এবং পদক বিতরণ করেছিলেন। তাদের উপস্থিতি চা বাগানের সম্প্রদায় জুড়ে খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য ম্যানেজমেন্টের উতাহ এবং জোরালো সমর্থনকে তুলে ধরে।মহিলা খেলোয়াড়দের নতুন আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং তৃণমূল স্তরে খেলাধুলার প্রচারে লক্ষ্মীর অব্যাহত প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

যোগীরাজ্যে দূষণের বলি ক্রিকেট, দায় কার ? প্রশ্নের মুখে বিসিসিআইয়ের ভূমিকা

আফ্রিকার বিরুদ্ধে বুধবার সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি জিতলেই ভারত সিরিজ পকেটস্থ করে ফেলতে পারত। কিন্তু সে সব দূরস্থান। যোগীরাজ্যে বুধবার ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটাই হল না! না, বৃষ্টি-বাদলা ইত্যাদি নয়। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে এ দিন খেলা না হওয়ার একমাত্র কারণ-অত্যধিক বায়ুদূষণ এবং সেই কারণে সৃষ্ট গভীর কুয়াশা!

প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিস্থিতির দায় কার? এ কথা ঠিক যে লখনউয়ে বাতাসের এই হালের জন্য রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন দায়ী। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, এই সময় লখনউ তথা উত্তর ভারতে দূষণের কী হাল হয় সেটা তো আগে থেকেই জানা ছিল, তাহলে কেন এই সময় লখনউয়ে ম্যাচ রাখা হল? ভাবাই যাচ্ছে না, যে রাজ্যে এই মুহূর্তে 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' ৪১১, সেখানে কি না ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি যুদ্ধ মঞ্চস্থ করার চেষ্টা হয়েছিল। ৪১১ 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' অতীব ভয়ঙ্কর শুধু নয়, রীতিমতো ক্ষতিকারক।

বুধবার সন্ধে সাতটা থেকে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই জানাজানি হয় যে, অত্যধিক বায়ুদূষণে সৃষ্ট কুয়াশার কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে টস। সেই সময় অবস্থা এতটা খারাপ ছিল যে, দু'হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না! খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠছে, এ অবস্থায় লখনউয়ে খেলা ধার্য্য করা হল কেন? বায়ুদূষণের কথা ভেবে নভেম্বরের ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের কেন্দ্র পাল্টে নয়াদিল্লি থেকে ইডেন করে দিয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। বদলে গত অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট হয়। যা কি না আদতে ইডেনে হওয়ার কথা ছিল। ওয়াকিবহাল মহল প্রশ্ন তুলছে, এটা তো জানাই ছিল যে শীতের সময় উত্তর ভারতে বায়ুদূষণ ভয়াবহ জায়গায় যায়। লখনউয়ে যে এ জিনিস হতে পারে, আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। তা হলে কেন আগাম সতর্কতা নেওয়া হল না? বোর্ড মহলের কেউ কেউ বলছেন, উত্তর ভারতে এই সময় ম্যাচ দেওয়াটা অতীব বোকামি। আগামী মাসেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলবে ভারত। সেই সিরিজ রাখা হয়েছে দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতের শহরগুলিতে। আসলে বিসিসিআই ভেন্যু ঠিক করে রোটেশনের ভিত্তিতে। সেই হিসাবেই দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ উত্তর ভারতে এবং নিউজিল্যান্ড সিরিজ পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটা অনায়াসে বদলে দেওয়া যেত। ডিসেম্বরের এই ম্যাচ দক্ষিণ ভারতে এবং জানুয়ারির ওই সিরিজ উত্তর ভারতে করা যেত। তাহলে দূষণের পরিস্থিতি এত ভয়ংকর হত না।

কোচবিহারে বিহারের সৌজন্যে ইনিংস পরাজয় এড়ানো গেলেও বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিহারের সৌজন্যে মান রক্ষা ত্রিপুরার। পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই নয়। ইনিংস পরাজয়ের তকমা গায়ে লাগার নিশ্চিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিহার দল মূলতঃ ত্রিপুরার ব্যাটার্সদের সমীহ করেছে বলে ফলোঅনে খেলতে বাধ্য করেনি। এটাই বিহারের সৌজন্যতা বোধ। আখেরে বিহার দল বোনাস সহ ৭ পয়েন্টের পরিবর্তে ৩৩৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজয়ের সুবাদে স্বাভাবিকভাবে ছয় পয়েন্ট অর্জন করেছে। কোচবিহার ট্রফি অনূর্ধ ১৯ পুরুষদের চার দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এলিট এ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ড্র করে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে ত্রিপুরা শিবির কিছুটা অক্সিজেন পেলেও পরবর্তী তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি ও তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ইনিংস সহ বড় রানের ব্যবধানে হেরে ট্র্যাডিশনাল ব্যাকবেঞ্চারের সিলমোহর পড়েছিল। বিহার ম্যাচে বিহার দলের সৌজন্যতায় ইনিংস পরাজয় হতে হলো না। তবে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ফলাফল ত্রিপুরা দলকে আগামী দিনে চিন্তনীয় করে তুলেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে সোয়াদিন ধরে খেলে প্রথম ইনিংসে বিহারের গড়া ৩৮০ রানের জবাবে ত্রিপুরা ৯৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে নেয়। নিশ্চিত ফলোঅন সত্ত্বেও বিহার দল তা এড়িয়ে নিজেরা দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য ব্যাট হাতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৭ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৬১ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে বিহারের ব্যাটার্সরা আরও ১৪.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারায়। মোটকথা সাত উইকেটে ২৩৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে ত্রিপুরার সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৫২০ রানের। অতঃপর ত্রিপুরা দল ব্যাট করতে নামলে রানের জন্য ঝুঁকি নিতে গিয়ে উইকেট হারিয়ে প্যাভেলিয়নমুখী হতে হয়। শেষ পর্যন্ত ৩৯.১ ওভার খেলে ১৮২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে বিহারের দীপেশ গুপ্ত-এর প্রথম ইনিংসে ৯০ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১০১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সত্যম রাজ ১৬ রানে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে বেশ নজর কেড়েছে।

বিলোনিয়ায় সিনিয়র ক্রিকেট উদ্বোধনী জয় ওরিয়েন্টালের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হল সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হয় ওরিয়েন্টাল ক্লাব ও ব্লাড মাউথ ক্লাব।দুই দলের এই ম্যাচে ব্লাড মাউথকে ৬০ রানে পরাজিত করে নিজেদের অভিযান শুরু করে ওরিয়েন্টাল। সকালে ওরিয়েন্টাল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৭৭ রান। নীলাদ্রি ভৌমিকের লড়াকু ৯২ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে ওরিয়েন্টাল।ব্লাডমাউথের বোলারদের মধ্যে সৌরভ বৈদ্য চারটি, সাগর সাহা তিনটি ও নয়ন সরকার দুটি করে উইকেট পেল। জবাবে জয়ের জন্য ১৭৮ রানের টার্গেট নিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব ব্যাট করতে নেমে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৩ রানের সাহায্যে নয়জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১১৭ রান তুলতে সক্ষম হয়। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে শুভঙ্কর দেবনাথ ও অরূপ দত্ত বল হাতে নিয়ে তিনটি করে উইকেট পেল। ক্রিকেট এসোসিয়েশনের

বিজয় মার্চেন্ট : গুজরাটের বিরুদ্ধে বড় স্কোর গড়ার ইচ্ছা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উইকেটে টিকে থাকার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সফল ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা। তবে প্রশস্ত ব্যাটে আরও কিছুটা রানের ছোঁয়া থাকলে বিষয়টা ষোলআনা পূরণ হতো। ঘটনা বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি এলিট গ্রুপে ত্রিপুরা বনাম গুজরাটের খেলায়। শিমোগায় আজ থেকে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির ত্রিপুরা বনাম গুজরাটের ম্যাচ শুরু হয়েছে। তিন দিনের ম্যাচ সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে গুজরাটের অধিনায়ক প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ত্রিপুরা দল বিশেষ করে রাজদীপের কাধে ভর দিয়ে দিনভর খেলেছে। সারাদিনে নব্বই ওভার ব্যাট চালিয়ে ৪ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল ১৭৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। রাজদীপ দেবনাথ এর ৯২ রান এবং অধিনায়ক সন্দীপন দাসের ৩২ রান উল্লেখযোগ্য। রাজদীপ ২৫৩টি বল খেলে দশটি বাউন্ডারি হাকিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, যশ দেববর্মার দশ রান এবং সোমদেব শীলের ১৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। গুজরাটের বোলার তুনভ শুক্লা, হৃদম প্যাটেল ও ভানস শাহ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে।।

প্রেসক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২১শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।।আগামী ২১ ডিসেম্বর আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল দশটা থেকে শুরু হবে। তবে ক্লাবের সদস্য-সদস্যা এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনদের অবশ্যই সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যে রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবারকার এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সর্বস্তরের অংশগ্রহণকারীদের জন্য নয়টি পৃথক পৃথক বিভাগে কুড়িটি ইভেন্টে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতা শেষে মাঠেই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে এবং স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ এবং ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য- সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিস্তারিত জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, কনভেনর তথা ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে, জয়েন কনভেনর তথা কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, সুপ্রভাত দেবনাথ, কার্যকরী সদস্য সন্তোষ গোপ, স্পোর্টস কমিটির সদস্য শিসান চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কুরাশের জাতীয় গেমসে আরো পদক পেলে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে আয়োজিত ৬৯তম জাতীয় স্কুল কুরাশ গেমস প্রতিযোগিতায় বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনে আরো পদক পেল ত্রিপুরা।দুইটি সিলভার মেডেল অর্জনের মাধ্যমে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করে অনিতা ও রাজা।১৭ বছরের বালিকা বিভাগে ৪৪ কেজি গ্রুপে অনিতা ত্রিপুরা এবং ১৭ বছরের বালক বিভাগে ৬০ কেজি বিভাগে রাজা নমঃ দাস প্রতিপক্ষদের বিপক্ষে লড়াই করে রাজ্যের হয়ে পদক ছিনিয়ে নেয়। অনিতার বাড়ি আমবাসা ধলাই জেলা এবং রাজার বাড়ি খোয়াই জেলার শিঙিছড়া। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার ঝুলিতে ৬টি মেডেল এসছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মিলিয়ে। এই মেডেল বিজয়ীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্য কোরাস এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরা ক্রীড়া দপ্তরের ডাইরেক্টর এল.ডারলং, স্পোর্টস কাউন্সিলে বোর্ড মেম্বার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক দ্বীপায়ন চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্ট কাউন্সিলের বোর্ড মেম্বার তথা রাজ্য কোরাস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাহুল ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরার ঝুলিতে আরো কিছু পদক আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্ব মোট ২২ টি রাজ্য এবং সাতটি বিদ্যাভারতী স্কুল থেকে সর্বমোট ৬৮৫ জন খেলোয়ার এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আগামীকালকেও বিভিন্ন ওজন বিভাগের লড়াই হবে। খেলা চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২৭ ডিসেম্বর ত্রিপুরা রাজ্য স্কুল কুরাস দল ত্রিপুরা এসে পৌঁছবে।

শাহরুখের ৯ কোটি ২০ লক্ষ কি জলে যাবে ?

আইপিএল নিলামে ৯.২ কোটি টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছে কেকেআর। তবে পুরো মরসুম তাঁকে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে জল্পনা দেখা দিয়েছে। আইপিএলের মাঝে বাংলাদেশের সীমিত ওভারের সিরিজ রয়েছে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেখানে ডাক পেলে মাঝপথেই কয়েক দিনের জন্য আইপিএল ছাড়তে হতে পারে বাংলাদেশের পেসারকে।আইপিএল ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে। বাংলাদেশের সিরিজ রয়েছে এপ্রিলে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫০ ওভার এবং ২০ ওভারের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এক দিনের দলে মুস্তাফিজুর নিয়মিত ডাক পান না। তবে টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত থাকেন। যদি এ বারও টি-টোয়েন্টি দলে তাঁকে ডাকা হয়, তা হলে ১৬-২৩ এপ্রিল মুস্তাফিজুর খেলতে পারবেন না। তাঁকে বাংলাদেশ বোর্ডের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) আদায় করতে হবে।আইপিএলের ইতিহাসে বাংলাদেশের কোনও ক্রিকেটার হিসাবে সবচেয়ে বেশি দাম পেয়েছেন মুস্তাফিজুর। পরের আইপিএলে বাংলাদেশ থেকে একমাত্র তিনিই আছেন। তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান শাকিবেরা থাকলেও সুযোগ পাননি।এই প্রথম কেকেআরের হয়ে খেলবেন মুস্তাফিজুর। নিলামে তাঁকে নিতে কেকেআর লড়াই করেছে দিল্লি এবং চেন্নাইয়ের সঙ্গে। দু'টি দলেই অতীতে খেলেছেন মুস্তাফিজুর। আইপিএলে তাঁর সাফল্যের কথা ভেবেই কেকেআর এই বোলারকে নিয়েছে।২০১৬-য় আইপিএলে অভিষেক হয় মুস্তাফিজুরের। তিনি পাঁচটি দলের হয়ে খেলেছেন। প্রথম বছরই সেরা উঠতি ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতে নেন। আইপিএলে ৬০ ম্যাচে ৬৫টি উইকেট রয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে সব মিলিয়ে ৩০৮টি ম্যাচে ৩৮৭টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।

কোচের সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন আলকারাজ, আক্ষেপ নিয়ে বিদায় নিলেন ফেরেরো

কোচ হুয়ান কার্লোস ফেরেরোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন কার্লোস আলকারাজ। গত সাত বছর বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের কোচ ছিলেন ফেরেরো। তিনি নিজেও এক সময় বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। কোচকে নিজের দ্বিতীয় বাবা হিসাবে মনে করতেন আলকারাজ। ফেরেরো অবশ্য জানিয়েছেন, আরও কিছু দিন কাজ করার সুযোগ পেলে খুশি হতেন।

বুধবার ফেরেরোর সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন আলকারাজ। স্পেনের প্রাক্তন খেলোয়াড় আলকারাজকে তাঁর ১৫ বছর বয়স থেকে কোচিং করিয়েছেন। তাঁর কোচিংয়েই একাধিক বার এটিপি ক্রমতালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছেন আলকারাজ। জিতেছেন ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম। দু'বার করে জিতেছেন ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন এবং উইএস ওপেন। ফেরেরোর কোচিংয়ে সব মিলিয়ে ২৪টি পেশাদার খেতাব জিতেছেন আলকারাজ।

আলকারাজ সমাজমাধ্যমে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে লিখেছেন, "এই পোস্টটা লেখা আমার জন্য খুব কঠিন। সাত বছরের বেশি সময় আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। এ বার জুয়াঙ্কি (ফেরেরোকে এই নামে ডাকেন আলরাকাজ) এবং আমি আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোচ এবং খেলোয়াড় হিসাবে আমাদের আর একসঙ্গে দেখা যাবে না। শৈশবের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরা একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে আপনি আমার অবিশ্বাস্য যাত্রায় সঙ্গ দিয়েছেন। কোর্টের ভিতরে এবং বাইরে পাশে থেকেছেন। আপনার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ভীষণ উপভোগ করেছি।"

অন্য দিকে, বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসার পর ফেরেরো বলেছেন, "আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় শেষ হচ্ছে। অনেক স্মৃতি রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্যও উত্তেজনা অনুভব করছি। কী কী হতে পারে, আন্দাজ করতে পারি। এই সময়টায় দুর্দান্ত ভাবে বেঁচেছি। অনেক কিছু অর্জন করেছি। কার্লোস তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার পরিশ্রম, চেষ্টা এবং খেলার ধরনই আমাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। পেশাদার এবং ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা একটা দুর্দান্ত দল ছিলাম। আমি নিশ্চিত তুমি দুর্দান্ত সব সাফল্য অর্জন করতে থাকবে। কাজটা চালিয়ে যেতে পারলে ভাল লাগত। তবে আমি নিশ্চিত ভাল মানুষেরা সব সময় এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়। আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তোমাকে ধন্যবাদ।"

পরস্পরকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সাফল্য কামনা করেছেন। পেশাদার সম্পর্ক ছিন্ন হলেও গত সাত বছরে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট থাকবে বলে আশাবাদী দু'জনেই।

অ্যাশেজ সিরিজে বিতর্কের কেন্দ্রে প্রযুক্তি, ক্যারে আউট না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড, অভিযোগ জানাবেন স্টোকসেরা

অ্যাশেজ সিরিজের তৃতীয় টেস্টে বিতর্কের কেন্দ্রে প্রযুক্তি।

বিতর্কের সূত্রপাত অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারেকে আউট না দেওয়াকে কেন্দ্র করে। অ্যাডিলেড টেস্টের এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড শিবির। ম্যাচ রেফারির কাছে সরকারি ভাবে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বেন স্টোকসেরা।

ক্যারে ৭২ রানে ব্যাট করার সময় জশ টংয়ের বলে ক্যাচ আউটের আবেদন করে ইংল্যান্ড। মাঠের আম্পায়ার আউট দেননি। ডিআরএস নেয় ইংল্যান্ড। দেখা যায়, বল ব্যাটে লাগার আগে স্নিকোমিটারে গ্রাফ রয়েছে। কিন্তু ব্যাটের পাশ দিয়ে বল বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিছু দেখা যায়নি। ফলে তৃতীয় আম্পায়ারও আউট দেননি। যদিও স্নিকোমিটারের গ্রাফ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক জেমি স্মিথের দাবি বল ক্যারের ব্যাট ছুঁয়েই তাঁর দস্তানায় গিয়েছে। সিদ্ধান্ত মানতে পারছে না ইংল্যান্ড শিবির।

স্টোকসেরা মনে করছেন, অ্যাডিলেড টেস্টে যে স্নিকোমিটার ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে সমস্যা রয়েছে।

প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই তাঁরা ক্যারের উইকেট পাননি। বিতর্ক আরও বেড়েছে ক্যারের মন্তব্যে। তিনি মেনে নিয়েছেন, বল তাঁর ব্যাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শব্দ হয়েছিল। ভাগ্যের সহায়তা পাওয়ায় আউট হননি। যে সংস্থা অ্যাশেজ সিরিজের স্টিকোমিটারের দায়িত্বে রয়েছে, তারাও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। অপারেটরের ভুলে সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

সব মিলিয়ে সিরিজে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ইংরেজরা বিরক্ত। অ্যাশেজের মতো সিরিজে প্রযুক্তির মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ক্যারে শেষ পর্যন্ত করেন ১০৬ রান। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩২৬ রানে। ইংল্যান্ড মনে করছে, ক্যারে ৭২ রানের মাথায় আউট হয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া ৩০০ রান করতে পারত না।

একলাফে অনেকটা বাড়ল ২০২৬ বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্য, কত পাবে চ্যাম্পিয়ন দল ?

আগামী বছর ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবল বিশ্বকাপ। তার আগে ফুটবল বিশ্বকাপে পুরস্কারমূল্য অনেকটাই বৃদ্ধি করল ফিফা। এই অঙ্কের হিসাবে বিশ্বকাপ জয়ী দল পাবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৫১ কোটি টাকা। তবে এই পুরস্কারমূল্য ক্লাব বিশ্বকাপের থেকে কম। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, দেশের থেকে কি ক্লাবকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা?২০১৮ এবং ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দল পেয়েছিল ৩৭৯ কোটি এবং ৩৪৩ কোটি টাকা। প্রত্যেক বার টাকার পরিমাণ বাড়লেও ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে বিজয়ী দলের পুরস্কারমূল্য বেড়েছে প্রায় ৮২ কোটি টাকা। ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করেছে ফিফা। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬৫৬৩ কোটি টাকা। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে পুরস্কারমূল্য হিসাবে ফিফা খরচ করেছিল ৪৩৭ মিলিয়ন ডলার।১৯৮২ সাল থেকে বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য প্রকাশ করে আসছে ফিফা। সেই বছর ইটালি বিশ্বকাপ জিতে ২২ লক্ষ ডলার আর্থিক পুরস্কার পেয়েছিল। আর ২০১৬ সালের পুরস্কারমূল্য প্রকাশ করে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, "এবারের পুরস্কারমূল্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে বিশ্বকাপ আর্থিকভাবে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।"

আসন্ন বিশ্বকাপের রানার্সরা পাবে ২৯৭ কোটি টাকা। তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ পাবে ২৬১ কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে শেষ করা দলের পকেটে ঢুকবে ২৪৩ কোটি টাকা। ৩৩ থেকে ৪৮তম স্থানে শেষ করার দলে ভাঁড়ারে ঢুকবে ৮১ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি ১৩ কোটি টাকা করে পাবে। অর্থাৎ, বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ায় কোনও দেশ পাবে ৯৪ কোটি টাকা।মনে করা হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ১৩ বিলিয়ন ডলার আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যা আগের বিশ্বকাপ থেকে আয়ের দ্বিগুণ। ২০২২ বিশ্বকাপ থেকে আয় হয়েছিল ৭.৬ বিলিয়ন ডলার। তবে এত সবের পরেও একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে। তা হল, ক্লাব বিশ্বকাপের বিজয়ী দলের চেয়ে অনেক গুণ কম পাবে বিশ্বকাপজয়ী দেশ। ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে পিএসজি পেয়েছিল ১১২৮ কোটি টাকা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

৩টি অনুমোদিত প্রকল্প থেকে ৪৮০.২২ কোটি টাকা পেয়েছে ত্রিপুরা

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে চালু হওয়ার পর থেকে প্রাইম মিনিস্টারস ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর নর্থ ইস্ট তথা প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন উদ্যোগ (পিএম-ডিভাইন) প্রকল্পের অধীনে সড়ক, স্বাস্থ্য এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম সহ বিভিন্ন খাতে ৩০.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৭১৮.৭৯ কোটি টাকা মূল্যের ৪৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরা তিনটি অনুমোদিত প্রকল্প থেকে মোট ৪৮০.২২ কোটি টাকা পেয়েছে। আজ রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এই তথ্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রক (এমডোনার) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫-এর আয়োজন করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য চিহ্নিত সম্মেলনের প্রধান খাতগুলো ছিল পর্যটন ও আতিথেয়তা; কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট খাত; বস্ত্র, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প; স্বাস্থ্যসেবা; শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন; আইটি/আইটিইএস; বিনোদন ও ক্রীড়া; পরিকাঠামো ও সরবরাহ ব্যবস্থা; এবং শক্তি।

উল্লিখিত উদ্যোগটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে এবং এই অঞ্চলের যুবকদের জন্য বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরা তিনটি অনুমোদিত প্রকল্প থেকে মোট ৪৮০.২২ কোটি টাকা পেয়েছে। এগুলি হল— এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য (এমসিএইচ) শাখা স্থাপনে ১৯২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, মাদকাসক্তদের জন্য সমন্বিত পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৮৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং আগরতলায় একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপনে ২০২ কোটি টাকা।

প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, নাগরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক দেশের অব্যবহৃত ও স্বল্প-ব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলি থেকে আঞ্চলিক বিমান সংযোগ বাড়াতে এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিমান ভ্রমণকে সাশ্রয়ী করতে ২১.১০.২০১৬ তারিখে আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প - উড়ে দেশ কা আম নাগরিক চালু করে। আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পের (আরসিএস) অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোট ৯০টি রুটে পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ১২টি বিমানবন্দর এবং হেলিপোর্টকে সংযুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০টি বিমানবন্দর - পাসিঘাট, তেজু, হোলোঙ্গি, জোরহাট, লিলাবাড়ি, রূপসি, তেজপুর, ডিমাপুর, শিলং এবং পাকিয়ং - এবং ২টি হেলিপোর্ট, যথা জিরিবাম ও তামেনলং। এছাড়াও, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ৪২টি আরসিএস রুটে পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তিনটি নতুন বিমানক্ষেত্র চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হোলোঙ্গি বিমানবন্দর (অরুণাচল প্রদেশ) এবং মণিপুরের জিরিবাম ও তামেনলং-এর হেলিপোর্ট।

উপরন্তু ডোনার মন্ত্রক ১৩.১০.২০২৫ তারিখে নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম-আদার দ্যান রোডস ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর অধীনে মিজোরামের থেনজাউলে হেলিপোর্ট এবং হেলিপ্যাড নির্মাণের জন্য ১২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রামনগরে ৫.৫ এমএল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনে ২২ কোটি টাকা মঞ্জুর, ৩০ ডিসেম্বর শিলান্যাস

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: পুরবাসীকে পরিশোধিত ও নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে পুর নিগম জল বোর্ডের সহযোগিতায় একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই পানীয় জলের প্লান্ট চালু করা হয়েছে।

তবে ২০ নং ওয়ার্ড এবং ৩২ নং ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকাবিশেষ করে রামনগর ৪ নম্বর থেকে ১০—১১ নম্বর পর্যন্ত পিছনের দিকের বেশ কয়েকটি এলাকায় এখনও পর্যাপ্ত পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মাস্টারপাড়া এলাকায় সরকারি মোট ১৬ গন্ডা জমিতে একটি ৫.৫ এমএল ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ২২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করা হবে।

প্রকল্পের প্রস্তুতি ও স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে

বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, জল বোর্ডের সিইও, কুড়ি নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। যদিও স্থানীয়রা কিছুটা বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ উঠলেও মেয়র সেটি অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, স্থানীয়দের সঙ্গে আজ আলোচনা হয়েছে। বাধার কোনো বিষয় নেই এখানে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রামনগর ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা স্থায়ীভাবে পরিশোধিত পানীয় জলের সুবিধা পাবেন বলে আশাবাদী মেয়র।

বীমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কর্মীদের ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: ইন্সুরেন্স সেক্টরে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আজ ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কর্মচারী সংগঠনগুলির উদ্যোগে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় একটি ধর্ণা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত সম্মিলিত ইন্সুরেন্স আইন সংশোধনের মাধ্যমে ইন্সুরেন্স ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। এদিন এলআইসি আগরতলা শাখার সামনে আয়োজিত ধরনায় সর্বভারতীয় ব্যাংক কর্মচারী ও আধিকারিকদের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি ইন্সুরেন্স কর্মী সংগঠনগুলিও অংশগ্রহণ করে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, বিদেশি বিনিয়োগের সীমা বাড়ালে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্সুরেন্স সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং সাধারণ গ্রাহক ও কর্মচারীদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধরনা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইবিওসি-র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দত্ত ইন্সুরেন্স ও ব্যাংকিং সেক্টরের বর্তমান সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইন্সুরেন্স ক্ষেত্রকে কর্পোরেট স্বার্থের হাতে তুলে দেওয়ার এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প উপস্থাপন , ৪৫১ কোটি টাকার ২১টি প্রকল্প অনুমোদন

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : আজ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (ডোনার)-এর সামনে মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ৪৫১ কোটি মূল্যের ২১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে ২৬৭.৫ কোটি অর্থায়ন করা হবে রাজ্য সরকার, পর্যটন মন্ত্রক এবং পিপিপি (পাবলিক - প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলের মাধ্যমে। এর ফলে ত্রিপুরার পর্যটন পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় হবে এবং রাজ্যে পর্যটনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ত্রিপুরা আজ রূপান্তরমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে বলে অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়।

এডিসি নির্বাচন জয় করে আঠাশে তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী মসনদে বসানো হবে: প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: ফের একবার জনজাতিদের ঐক্যের বাণী শোনালেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। আগামী এডিসি নির্বাচনে এডিসি জয় করে লক্ষ্য থাকবে ২০২৮ এর নির্বাচন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রীকে বসানো হবে। আজ দক্ষিণ জেলার কোয়াইফাং থেকে জনজাতিদের এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রদ্যোত।আজ কোয়াইফাং - এ তিপ্রা মথা দলের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান থেকে জনজাতিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বললেন প্রদ্যোত। তিনি বলেন, বিজেপি নেতারা জনজাতিদের পয়সা দিয়ে কিনতে চান। কিন্তু পয়সার দ্বারা জনজাতিদের বিক্রি করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এবারে ২৮ এ ২৮ টি সিটে জয় করবে বিজেপি। কিন্তু এটি সম্ভব নয় বলেই দাবি প্রদ্যোতের। তাঁর কথায়, তিপ্রাসারাই এডিসি নির্বাচনে জয়ী হবে। শুধু এডিসি নয়, ২০২৮ এর বিধানসভা নির্বাচনেও মথা তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় বসাবেন।

২ জানুয়ারি থেকে শুরু ৩৪তম আগরতলা বইমেলা, প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : আগামী ২ জানুয়ারি থেকে আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলেছে ৩৪তম আগরতলা বইমেলা। এই উপলক্ষে বুধবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে স্টিয়ারিং কমিটির একটি বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বইমেলার সামগ্রিক প্রস্তুতি, আয়োজনের অগ্রগতি এবং সম্ভাব্য নতুন সংযোজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, স্টেট কালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সবুজ চক্রবর্তী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ডিরেক্টর ও আধিকারিকরা, বিভিন্ন সাব-কমিটির কনভেনার এবং একাধিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে মূলত বইমেলার প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি দর্শক ও প্রকাশকদের সুবিধার্থে কী কী পরিবর্তন বা নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করা যেতে পারে, সে বিষয়েও মতবিনিময় হয়। মেলার সময়সূচি নিয়েও আলোচনা হয়। প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে সময়সূচি কিছুটা এগিয়ে আনার প্রস্তাব এলেও, আপাতত দুপুর ১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেলা চালু রাখার সিদ্ধান্তেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের জানান, আজকের আলোচনায় আমরা সার্বিকভাবে সন্তুষ্ট। বইমেলার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই মেলার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাজ এগিয়ে চলছে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে আবার সাব-কমিটি বা স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ডাকা হবে।

তিনি আরও জানান, বাইরের রাজ্য থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব উঠেছে। যেহেতু বিষয়টি সরকারি স্তরের, তাই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে থিম প্যাভিলিয়ন, মণ্ডপসজ্জা, অফিসারদের নামফলক এবং সামগ্রিক নকশা নিয়েও সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মেয়রের কথায়, আগরতলা বইমেলা রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় আয়োজন। প্রতিবছরই এই মেলায় নতুনত্ব থাকে। বই কেনাবেচার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিসম্মেলন, আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

যুব প্রেরণার উদ্যোগে শান্তির বাজারে অসহায় বৃদ্ধাকে পরিবারের কাছে ফেরানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: যুব প্রেরণা শান্তির বাজার শাখার সমাজকর্মীদের উদ্যোগে এক অসহায় বৃদ্ধাকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছে। বুধবার রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের কর্মীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বিষয়টি জানতে পারেন যুব প্রেরণা সামাজিক সংগঠনের কর্মীরা।

জানা যায়, রতিশ নমঃ নামে এক অসহায় বৃদ্ধকে শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে বৃদ্ধের পাশে দেখাশোনার মতো কেউ না থাকায় বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খবর পেয়েই যুব প্রেরণা শান্তির বাজার শাখার সমাজকর্মীরা দ্রুত জেলা হাসপাতালে পৌঁছান এবং ওই বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ান। সংস্থার কর্মীরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থা খুব একটা গুরুতর নয়। কিছুদিন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে চিকিৎসকেরা জানান। তবে সমস্যার বিষয় হল, ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি সঠিকভাবে নিজের বাড়ির ঠিকানা বা পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে যুব প্রেরণা শান্তির বাজার শাখার কর্মীরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে বৃদ্ধকে দেখে তাঁর পরিবারের কেউ চিনতে পারলে যেন তারা দ্রুত শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল বা নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করেনএই বিশেষ আবেদন জানান সংস্থার পক্ষ থেকে। এই মানবিক উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় প্রশংসার সাড়া পড়েছে।

প্লাস্টিক মুক্ত ঊনকোটি জেলা গড়ার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বরে: ঊনকোটি জেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ গোটা জেলায় একযোগে বসানো হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডাস্টবিন তথা প্লাস্টিক বর্জ্য বিন। এই কর্মসূচির মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কৈলাসহরের গৌরনগর বাজার শেডে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ বদরুজ্জামান, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর অধিকর্তা কুন্তল দাস, পানীয় জল, স্যানিটেশন ও সহায়তার অধিকর্তা মনোরঞ্জন দেববর্মা সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গৌরনগর ব্লকের বিডিও নবারুন চক্রবর্তী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর গৌরনগর বাজার এলাকায় প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বানে একটি সুসজ্জিত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি শেষে অতিথিরা গৌরনগর বাজার এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য বিন তথা ডাস্টবিন স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার বলেন, প্লাস্টিক মুক্ত ঊনকোটি জেলা গড়ার লক্ষ্যে জেলার অধীনস্থ সকল গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিসি ভিলেজ সহ মোট ৯২টি পঞ্চায়েত এলাকা এবং কৈলাসহর ও কুমারঘাট পুর পরিষদ এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডাস্টবিন বসানোর কাজ বৃহস্পতিবারের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। জেলার প্রতিটি বাড়ি, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর, দোকান এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামনে এই ডাস্টবিন বসানো হবে। তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র ডাস্টবিন বসানোই নয়, গোটা ঊনকোটি জেলা জুড়ে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে বিষয়টি বোঝানো হচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মূলত জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদারের মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদ্যোগকে সকল অতিথিরাই স্বাগত জানান।এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্ব-সহায়ক দলের মহিলা সদস্য এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্যরা সক্রিয়ভাবে মাঠে নেমেছেন।

গৌরনগর বাজারের অনুষ্ঠান শেষে জেলাশাসক সহ অন্যান্য অতিথিরা ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে গিয়ে ডাস্টবিন বসান। পরবর্তী সময়ে জেলাশাসক বীরচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণ, কুমারঘাট ও পেচারতল ব্লক এলাকাতেও ডাস্টবিন বসানোর কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

২১ ডিসেম্বর ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে আগরতলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: প্রতিবছরের মতো চলতি বছরেও আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আগামী ২১ ডিসেম্বর আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

এই উপলক্ষে আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সকলের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অলক ঘোষ, অভিষেক দে, রঞ্জন রায়, সুপ্রভাত দেবনাথ, সুশান্ত চক্রবর্তী সহ আগরতলা প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।

সোনামুড়া মহকুমাজুড়ে সিপিএমের বাৎসরিক অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে সিপিআইএম দলের বাৎসরিক অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও দলীয় কর্মীরা সংগঠিতভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহের কাজে যুক্ত হচ্ছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এবছর এই অভিযানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া ও সহানুভূতি মিলছে।বৃহস্পতিবার সিপিআইএম সোনামুড়া বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তপন দাসের নেতৃত্বে পূর্ব নলচর গ্রামে অর্থ সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যান এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। এতে মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রাক্তন নলচর বিধানসভার বিধায়ক তপন দাস এদিন জানান, কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবছর জনগণের কাছ থেকেই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই অর্থ দিয়েই সারা বছর দলের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ পরিচালিত হয়। বিগত কয়েক বছরে নানা জটিলতার কারণে মানুষের কাছে পৌঁছাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তাঁদের নানান সমস্যার কথাও দলের কাছে তুলে ধরছেন, যা ভবিষ্যতে আন্দোলন ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নলচর অঞ্চল সম্পাদক প্রণব দেবনাথ, মহকুমা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস, নিখিল দেবনাথ, প্রাণতোষ দাস,

বামুটিয়া কৃষি মহকুমা পরিদর্শনে মিজোরামের কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি দল, কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের অধীন বামুটিয়া কৃষি মহকুমা পরিদর্শন করলেন মিজোরামের কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি দল। মিজোরাম সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহ-অধিকর্তা আর. লালরামহোলিনীর নেতৃত্বে আজ এই পরিদর্শন সম্পন্ন হয়।

বামুটিয়া কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক রাজু রবিদাস কৃষক বন্ধু কেন্দ্র, নতুননগরে প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। পরবর্তীতে দলটি লঙ্কামুড়া ও সানমুড়া এএমসি ওয়ার্ড নং ১৫-এ কৃষক জয়ন্ত দাসের ০.৫০ হেক্টর জমিতে তৈলবীজ (সরিষা) বপন কার্যক্রম পরিদর্শন করে।

এছাড়াও লঙ্কামুড়া এএমসি ওয়ার্ড নং ০১-এর অন্তর্গত কল্যাণপুরে এনএমএনও-ওএস প্রকল্পে জীতেন্দ্র সরকারের বাদাম চাষ এবং এমআইডিএস প্রকল্পে সজল সরকারের মূলা ও ইন্টারক্রপিং সবজি চাষের জমি ঘুরে দেখেন তাঁরা।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান ঝুটন দাস, এএমসি ওয়ার্ড নং ০১-এর কর্পোরেটর মিত্রা রানী মজুমদার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তা রঞ্জিত কুমার দাস, নতুননগর কৃষি আঞ্চলিক আধিকারিক অন্তরা চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এরপর প্রতিনিধি দলটি লঙ্কামুড়ার প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করা সবজি চাষি অমরচাঁন সরকারের জমি পরিদর্শন করেন।

সেখানে লেটুস, পাকচই, জুকিনি সহ বিভিন্ন সবজির চাষ দেখে তাঁরা বিশেষভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে রামকরণ বিনের এআরসি আলু চাষের জমি পরিদর্শন করা হয়, যেখানে এএমসি ওয়ার্ড নং ০২-এর কর্পোরেটর শর্মিষ্ঠা বর্ধন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধি দলটি বামুটিয়া কৃষি সেক্টরের পশ্চিম গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের দোহাঙ্গী এলাকায় তিন হেক্টর জুড়ে তৈলবীজ চাষের জমিও পরিদর্শন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষধন দাস।

বর্তমানে সারা ত্রিপুরা জুড়ে ডিজিটাল ক্রপ সার্ভে চলার প্রেক্ষিতে বামুটিয়া কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক দপ্তরে কৃষকদের সক্রিয় উপস্থিতি দেখে প্রতিনিধি দল অত্যন্ত উৎসাহিত হন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা বামুটিয়া কৃষি মহকুমার মাঠ পর্যায়ের কাজ, আতিথেয়তা ও ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জানান, আজকের অভিজ্ঞতাগুলি মিজোরামেও কীভাবে রূপায়িত করা যায়, সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

চোলামান্ডলম ফাইনান্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিনা নোটিশে বিক্রি করা হলো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : চোলামান্ডলম ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইনেন্স কোম্পানি লিমিটেডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন এক গ্রাহক।

রাজধানীর যোগেন্দ্র নগর এলাকার বাসিন্দা অমৃত দেব জানান, তার বাবা রণবীর দেবের নামে ফাইনান্স কোম্পানির কাছে গাড়ির জন্য নয় লক্ষাধিক টাকার লোন ছিল।

গত ৮ মাস আগে তার বাবার মৃত্যু হলে অমৃত দেব দুই মাস লোন চালিয়ে দেন। পরে ফাইনান্স কোম্পানি তাকে আশ্বাস দেয় লোন মুকুব হয়ে যাবে এবং ইন্সুরেন্সের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

কিছুদিন পর গাড়িটি নষ্ট হওয়ায় মেরামতের জন্য শোরুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

মেরামত শেষে গাড়ি আনতে গেলে অমৃত জানতে পারেন ফাইনান্স কোম্পানি তার গাড়ি নিয়ে গেছে। কোম্পানিতে যোগাযোগ করার পর তিনি জানতে পারেন, তার জানানো বা নোটিশ ছাড়াই গাড়িটি বিক্রি করা হয়েছে।

পরে জোর করে স্টেটমেন্ট নেওয়া হলে জানা যায়, গাড়িটি মাত্র তিন লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

এধরনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাহকের সম্মতি ছাড়া কিভাবে গাড়িটি বিক্রি করা হল, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার সুষ্ঠ সমাধান না হলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন ওই গ্রাহক।

পুলিশি অভিযানে দুই লক্ষাধিক টাকার গাঁজা ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : মেলাঘর থানাধীন ওয়াটার সাপ্লাই এলাকার শংকর নম্বর এলাকার এক বাড়ি থেকে ১ কেজি গাঁজা এবং ১৭৮৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের দাবি, ওই উদ্ধারকমত মাদকদ্রব্যের বাজারমূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। অভিযুক্ত হিসেবে ওই এলাকার শংকর নম্বরের স্ত্রীকে আটক করা হয়। পুলিশের জেরার মুখে অভিযুক্ত মহিলা দাবি করেন, তার স্বামী নাকি ডায়াবেটিস বা সুগার কমানোর জন্য গাঁজা সেবন করতেন। শংকর নমঃ স্ত্রীর অভিযোগ, দীর্ঘ বছর উপরে তাদের পাশাপাশি বাড়ির দ্বন্দ্ব চলছে। তার স্বামী একজন কৃষক, যখন যে কাজ করে সে কাজই করে। তারা কোন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয়। শত্রুতা করে তাদেরকে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর এই দাবিতে পুলিশও হতবাক হয়ে পড়েন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এদিনের অভিযানে ছিলেন মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস, এসআই রাম, এস আই অসিত ভট্টাচার্য, ডিসিএম অনিমেষ দেবনাথ সহ আরো অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক।

পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : সারমেয়কে বাঁচাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খোয়াই থানা এলাকার সমতল পদ্মবিল এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাহুল দেব একটি স্কুটিতে করে খোয়াই থেকে সমতল পদ্মবিলের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই সময় হঠাৎ রাস্তায় একটি সারমেয় চলে আসলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি স্কুটির নিয়ন্ত্রণ হারান এবং দুর্ঘটনায় পড়েন।

সুধী,

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগামী ৬ই পৌষ ১৪৩২ বাং (২২শে ডিসেম্বর, ২০২৫ইং) সোমবার, সকাল ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে।

অতত্রব বিনীত নিবেদন যে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি হইয়া সহযোগিতা করিবেন।

ইতি- বিনীত
রাজেশ কুমার দাস

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas
8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 19-12-2025, 00:53